নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে স্বীকৃতি পেল এবার ‘বাংলা নববর্ষ’

সারে-জমিন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় জখম হল ৬ শিশু

রূপসী বাংলা

ট্রাম্পের কারণে বিশ্বপ্রগতির ধারা কি থমকে যাবে

সম্পাদকীয়

গরিব শিশুদের শিক্ষার আলো দেখাচ্ছেন নয়া ‘বেগম রোকেয়া’

সাধারণ

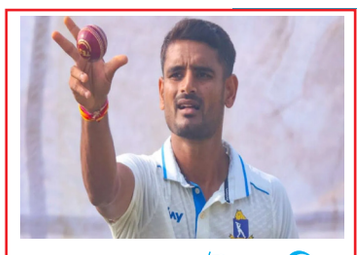

সুরজের দাপটে রোহিত শর্মাদের মাত্র ১৫৭ রানে গুটিয়ে দিল বাংলা

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৪ জানুয়ারি, ২০২৫
১০ মাঘ ১৪৩১
২২ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 24 ■ Daily APONZONE ■ 24 January 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাজেট অধিবেশনে পেশ হবে ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসির রিপোর্ট

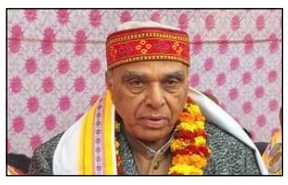

আপনজন ডেস্ক: লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে সংসদের যৌথ কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব পাস হওয়ার দু'মাস পরে, প্যানেল আসন্ন বাজেট অধিবেশনে ৫০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কমিটি দিল্লিতে ৩৪টি বৈঠক করেছে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য সফর করেছে যেখানে ২৪ জনেরও বেশি স্টেকহোল্ডারকে ডাকা হয়েছিল। সারা দেশ থেকে ২০টিরও বেশি ওয়াকফ বোর্ড কমিটির সামনে হাজির হয়েছিল। বিরোধীদের আপত্তির পরে কেন্দ্র বিলটি আরও যাচাইয়ের জন্য কমিটির কাছে প্রেরণ করেছিল। কমিটির ২১ জন লোকসভা এবং ১০ জন রাজ্যসভার সদস্যের মধ্যে ১৩ জন বিরোধী দলের। বাজেট অধিবেশনের আগে কমিটির চেয়ারপার্সন তথা উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে ওয়াকফ বিল সম্পর্কে এই তথ্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি, জেপিসি দিল্লিতে ৩৪টি সভা করেছি। মুম্বই, আহমেদাবাদ, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর, কলকাতা, পাটনা এবং লখনউ ভ্রমণ করেছেএবং সমস্ত স্টেকহোল্ডার, রাজ্য সরকারি কর্মকর্তা, ওয়াকফ বোর্ড, সংখ্যালঘু কমিশন, হাইকোর্টের আইনজীবী, ইসলামিক পণ্ডিত, প্রাক্তন বিচারপতি, উপাচার্য, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের সদস্য এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে দেখা করেছে। এত বিস্তৃতভাবে বৈঠক এর আগে কোনও বিলের জন্য ঘটেনি। এবারের জেপিসি বৈঠকে দেশের সবাই প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

জেপিসি চেয়ারম্যান বলেন, প্রতিবেদনটি প্রস্তুত, আমরা বাজেট অধিবেশনে এটি উত্থাপন করব। আমরা ২২ জানুয়ারির মধ্যে সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিলাম। তাদের এই প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে ভিন্নমত গ্রহণ করার বা যে কোনও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রয়েছে, যার রিপোর্ট কমিটির সমস্ত সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এরপর ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি প্রতিটি সংশোধনী নিয়ে ক্লজ-বাই-ক্লজ আলোচনা হবে। ২৫ জানুয়ারি একটি খসড়া প্রতিবেদন আইনসভায় পাঠানো হবে। আইনসভা যাচাই করে পাঠানোর পর আমরা তার অনুমোদন দেব।

কেন্দ্রীয় আর্কাইভে থাকা নেতাজি সম্পর্কিত ফাইল কেন্দ্র প্রকাশ করুক: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুরদুয়ার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন যে কেন্দ্র অবিলম্বে কেন্দ্রীয় আর্কাইভ থেকে ভারতের কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ফাইল প্রকাশ করুক।

নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেতাজি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের কাছে নেতাজির ৬৪ টি শ্রেণিবদ্ধ ফাইল রয়েছে যা আমরা ইতিমধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছি। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় আর্কাইভে ফাইলগুলি প্রকাশ করা। নেতাজিকে পথপ্রদর্শক আখ্যা দিয়ে মমতা বলেন, উনি ন্যাশনাল আর্মি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে যোজনা কমিশন তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল, তা কেন্দ্রের বর্তমান সরকার বিলুপ্ত করে দিয়েছে। নেতাজি জাতীয় নেতা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এই দিনটিকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে আমরা এটাকে রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নেতাজি সব ধর্মের ঐক্যের প্রচারক ছিলেন। নেতাজি ছিলেন গোটা দেশের সত্যিকারের রাজনৈতিক গুরু। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের নেতা ও পথিকৃৎ। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এটাই ছিল আইএনএ-র মূলমন্ত্র। নেতাজির দেখানো পথে আমাদের সবার চলা উচিত।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট জাপান-অধিকৃত তাইওয়ানে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরে ৪৮ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র মারা যান বলে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করা হয়। ২০ আগস্ট তাইহোকু শ্মশানে তার মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল বলৌ দাবি করা হয়। তবে তার মৃত্যু রহস্য ও বিতর্কে আবৃত রয়েছে, অনেক তত্ত্বের সাথে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি বিমান দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, যদিও এর কোনও আনুষ্ঠানিক প্রমাণ কখনও উপস্থাপন করা হয়নি।

সেই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি ছিল যে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাত থেকে বাঁচতে তাঁর মৃত্যুর নাটক করেছিলেন এবং ছদ্মবেশে জীবনযাপন করতে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন, জাপানের হাতে বন্দি ছিলেন বলেই নেতাজি নিখোঁজ হয়েছেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে তাকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া থেকে বিরত রাখতে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ভারতের মানুষ নেতাজির জন্মদিনের তারিখ জানলেও কেউ তাঁর মৃত্যুর তারিখ জানে না। আমার দুঃখ লাগে যখন ভাবি, নেতাজির সঙ্গে আসলে কী হয়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি।

তিনটি পৃথক কমিশন – শাহ নওয়াজ কমিটি, খোসলা কমিশন এবং বিচারপতি মুখার্জি কমিশন – তাঁর মৃত্যুর তদন্ত করেছিল, কিন্তু কোনও অকাট্য সিদ্ধান্তে আসতে ব্যর্থ হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তিনি আসলে কোথায় নিখোঁজ হয়েছেন সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

আল-আমীন উৎসব

জাতির সেবায় ৩৯ বছর

প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব

২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২৫
বেলা ২ টো থেকে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত

সুধী,

প্রতি বছর যেকোনো পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের জয়োচ্ছ্বাস সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। পড়ুয়াদের, অভিভাবকদের আর আল-আমীনের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সারাবছরের লেখাপড়ার কঠোর শ্রম থেকে একটু সরে এসে তখন মন চায় আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। কিন্তু, উৎসবের সময় কোথায়! ততক্ষণে হাজির নতুন ক্লাসের পড়া। তবু চাই পরস্পরের মিলন, চাই উৎসব। এ-বছর সেই মিলনোৎসব হবে **২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখ।

উৎসবে উপস্থিত থাকবেন সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ এবং উজ্জ্বল প্রাক্তনীগণ। মিশনপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠবে হাজার হাজার প্রাক্তন আর বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সক্রিয় যোগদানে।

এ-বারের উৎসবে সবান্ধব আপনাকে আল-আমীন মিশনের সাদর আমন্ত্রণ। আপনাদের সবার সানুগ্রহ যোগদানে আমাদের উৎসব গৌরবময় হয়ে উঠুক।

মিশন পরিবারের পক্ষে

২৪.০১.২০২৫
খলতপুর, হাওড়া

আবু সালেহ মহ. রেজওয়ানুল করিম
সভাপতি
আল-আমীন মিশন

এম নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আল-আমীন মিশন

স্থান: আল-আমীন মিশন ক্যাম্পাস
খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!

মেয়েদের নার্সিং স্কুল

এখন

ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

যাত্রীবাহী লঞ্চ নদীতে আটকে গেল কুয়াশায়

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ঘন কুয়াশার জেরে সাত সকালে হুগলি নদীতে আটকে গেল যাত্রীবাহী লঞ্চ বিপাকে যাত্রীরা। জানা যায়, সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার ফেরিঘাট থেকে কুকড়াহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে রওনা দেয় লঞ্চটি। ঘন কুয়াশা জেরে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চড়াই আটকে যায় যাত্রীবাহী লঞ্চটি। এরই জেরে বিপাকে পড়ে যাত্রীরা। উদ্ধারে দমকল ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা কাজ শুরু করেছেন।

অমর্ত্য সেন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর নোবেল জয়ী অর্থনীতিবীদ অমর্ত্য সেন শান্তিনিকেতন প্রতীচী বাড়িতে এসে পৌছালেন। পরে তিনি জানান তার শরীর সুস্থ আছে এবং বেশ কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে থাকবেন। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য তার বাড়িতে এসেছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ প্রমুখ।

নেতাজির নামে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ময়না

আপনজন: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয় ১২৮টি বৃক্ষরোপণ করে। বৃহস্পতিবার দোনাচক স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার দোনাচক ১ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের চারিপাশে নেতাজীর নামে বৃক্ষরোপণ করা হয় । উপস্থিত ছিলেন কমল ভৌমিক, সনাতন ভৌমিক, বুদ্ধদেব রয়গুপ্ত, গৌতম করগুপ্ত, শুভাশিস দাস অধিকারী, দেবাশীষ সেনগুপ্ত, সন্তু ভৌমিক,দেবাশীষ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

নেতাজির মিশনে দেশ চললে ভারত উন্নত দেশ হত: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নেতাজি স্বল্পদিন প্রশাসনে ছিলেন। পুরসভা চালিয়েছেন নেতাজীর দিশা বা নেতাজির মিশনে দেশ চললে আজ উন্নততর দেশের মধ্যে ভারত থাকতো। দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি হত না, সাম্প্রদায়িকতা হত না। দেশকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিতেন তিনি। বৃহস্পতিবার নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বললেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন দিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর সমালোচনা করে বলেন, তিনি খুব ছোট মনের পলিটিক্স করছেন। জীবনের সবকিছু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের সেবায় ব্রত নিয়েছেন। অনেক অপমান অনেক লাঞ্ছনা অনেক মার সহ্য করে তিনি আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন। বিরোধী দলের নেতার দয়ায় নয় ; মানুষের সমর্থন নিয়ে গেছেন। পার্সোনাল খোঁচা, মুখ্যমন্ত্রী কে খোঁচা এগুলো নিকৃষ্ট মনের পরিচয়।

ট্যাংরার বহুতল নিয়ে মেয়র বলেন, নিশ্চিতভাবে এখনো ওনারা আমাদের স্যাংশন প্ল্যান দেখাতে পারেননি। পাশের সাদা বাড়ির (নির্মীয়মান) তার কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে বাড়িতে লোক আছে সেই বাড়িতে আজ স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি টেস্ট হবে। তারপর ওনারা রিপোর্ট দেবেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় জখম হল ৬ শিশু

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: হবৃহস্পতিবার সাত সকালে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো একটি অঙ্গনওয়াড়ি শিশু কেন্দ্র।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি শিশু কেন্দ্রের রাঁধুনি সুধা সরদার,অভিভাবিকা গৃহবধু সারথী সরদার সহ স্বর্ণদ্বীপ সরদার(৮ মাস),তানিসা মোল্লা(৪বছর),সুলতানা মোল্লা(৩ বছর),খাদিজা মিস্ত্রী(৪ বছর)। স্থানীয়রা তাদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি তাদের কে বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর গরাণবোস গ্রাম। সেখানেই রয়েছে ১৬৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি শিশু কেন্দ্র।অভিযোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আম্ফান এর পর অঙ্গনওয়াড়ি শিশু কেন্দ্রটি ভগ্ন হয়ে পড়ে। সেই থেকেই জরাজীর্ণ অবস্থায় চলছিল।গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার কোন সরঞ্জাম ছিল না। শিশুদের খাদ্য বিক্রি করে রান্নার সরঞ্জাম কেনা হয়। এছাড়াও কেন্দ্রের মধ্যে সাপ,ব্যাঙ,টিকটিকির উপদ্রব রয়েছে।এমনকি মদের আসরও বসে। যত্রতত্র পড়ে রয়েছে একাধিক মদের বোতল। একেবারেই অসুরক্ষিত ভাবেই চলছিল এই কেন্দ্র।এমনকি এই কেন্দ্রে কোন জলের কল নেই,নেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা,নেই কোন শৌচালয়।স্থানীয় ভরতগড় পঞ্চায়েত সদস্য হাবিবুর সরদার জানিয়েছেন,'সুপার ভাইজার সহ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে জানিয়েছি। কোন সুরাহা হয়নি।আমরা চাই এটা পুরোপুরি সংস্কার হোক। যাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুদের পড়াশোনা করতে না হয়।'

স্থানীয় গৃহবধু তাপসী সরদার জানিয়েছেন, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুদের পড়াশোনা করতে হয়। আমরা চাই অবিলম্ব শিশুদের সুরক্ষার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কার হোক।'

১৬৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি অনামিকা গুছাইত জানিয়েছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ভগ্নদশা রয়েছে। সংস্কারের জন্য জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। এমন কি দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স কে ফোন করে সাহায্য মেলেনি। অগত্যা জখমদের কে অটোয় করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।তাছাড়া সেন্টারে যে মদের বোতল পড়ে রয়েছে,তা বদনাম করার জন্য এটা কেউ করেছে।' ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, 'ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে সঠিক ভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিডিও কে জানিয়েছি'। অন্যদিকে বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছে, 'ঘটনার খবর পেয়েছি,জয়েন্ট বিডিও ও সিডিপিও কে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।যারা আহত হয়েছে তাদের কে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মদের আসর বসে কি না তা জানা নেই। তবে যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে খতিয়ে দেখে পুলিশ প্রশাসন কে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলবো।' উল্লেখ্য বাসন্তী ব্লকে মোট ৫৭৩ টি অঙ্গনওয়াড়ি শিশু কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ২১২ টি অবস্থা ভালো।অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলে কারোর বাড়ির বারান্দায়,গোয়ালঘরে কিংবা গাছের তলায় ত্রিপল টাঙিয়ে।

নেতাজির জন্মদিবসে মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার দেশনায়ক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হল সারা দেশজুড়ে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীকে স্মরণে রেখে তার ঘোড়া সহ মূর্তি উন্মোচন করা হল সাগরদিঘীর বালিয়া মোড়ে। বালিয়া নেতাজি সংঘের উদ্যোগে ক্লাবের ৫০ তম বর্ষের সুবর্ণজয়ন্তীকে উপলক্ষ করে এই বিশেষ কর্মযজ্ঞ বলে জানান উদ্যোক্তারা। এদিন নেতাজির মূর্তি উন্মোচন করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রাণ কুমার ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাস, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মজিবুর রহমান, স্বদেশ রঞ্জন দাস, লক্ষণ দাস, মঙ্গল চন্দ্র দাস, বিজন সরকার, ভরতচন্দ্র সাহা, গৌতম দাস, মোঃ মইনুল হক সহ অন্যান্যরা। আগামী ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত চারদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আয়ুষ মেলার উদ্বোধন আমতায়

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর আয়ুষ বিভাগের উদ্যগে এবং আমতা-১নং ব্লক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর আয়ুষ বিভাগের পরিকল্পনায় আয়ুষের সাথে,আরোগ্যর পথে এই স্লোগান-কে সামনে রেখে তিন'দিন ব্যাপী হাওড়া জেলা আয়ুষ মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল আমতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে।উল্লেখ্য, আয়ুর্বেদ,যোগা,ন্যাচারপ্যাথি,হোমি ওপ্যাথি ও সিদ্ধা এই সমস্তর ওপরেই মেলা অনুষ্ঠিত হ।মেলা উদ্বোধনের আগে আয়ুষের বিষয়ের ওপর ক্যুইজ রাখা হয়েছিল।অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম,দ্বিতীয় এবং তৃতীয়দের পুরস্কৃত করা হয়।

পাঁচ দফা দাবিদে হেল্থ কেয়ার প্রোভাইডার সমিতির সম্মেলন

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিযুক্তকরন, জীবন বিমা করন ও সাম্মানিক ভাতা করন সহ পাঁচ দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ইনফর্মার হেল্থ কেয়ার প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশনের ১৫ তম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লকের প্রায় চার শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক সম্মেলনে হাজির হয়। উপস্থিত ছিলেন, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল, চিকিৎসক ছোটন মন্ডল ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার সহ অন্যরা। প্রত্যন্ত গ্রামে আজও আপদে-বিপদে ভরসার হাত বাড়িয়ে দেন গ্রামীণ চিকিৎসকরা। বলতে গেলে আজও বহু গ্রামে অসুখ করলে জরুরি ভিত্তিতে এই গ্রামীণ চিকিৎসকরাই প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু প্রথাগত ডাক্তারি ডিগ্রি না থাকায় মুশকিল আসান গ্রামীণ চিকিৎসকদের বহু সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের পরিচয়পত্র নিয়ে নানান প্রশ্ন ওঠে।

তাই তাঁরা এক ছাতার তলায় থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা চেয়ারম্যান মহম্মদ নৌসাদ আলি বলেন,২০০০ সাল থেকে আমরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। ২০১৫ সালে ৬ নভেম্বর রাজ্য সরকার একটি সার্কুলার জারি করে আংশিক হলেও দাবিগুলি স্বীকার করে এবং ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করো যদিও নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া এখনও অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্রও দেওয়া হচ্ছে না এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় সঠিকভাবে নিয়োগের পরিকল্পনা এখনও তৈরি হয়নি।

ভগবানগোলায় সেচ দপ্তরের মাটি বিক্রির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের নালা থেকে মাটি কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক মাটি মাফিয়ার বিরুদ্ধে। ওই মাটি মাফিয়া তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় গোবরা নালার জলে ভগবানগোলার কৃষি জমি সুজলা সুফলা হয়ে উঠত। সময়ের সাথে কোথাও খাল, আবার কোথাও ডোবায় পরিণত হয়েছে এই নালা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গোবরা নালা সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই গোবরা নালা থেকেই মাটি কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক মাটি মাফিয়ার বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বুধবার ভগবানগোলা-১ ব্লকের ৩৪ নম্বর ভূধর কিসমত মৌজায় সেচ দপ্তরের জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছিল। ভূধর কিসমত মৌজায় ২৫১৯ নম্বর দাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের ৯.৯৫ একর জমি রয়েছে ক্যানেল বা নালা হিসেবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেই জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করছিল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী তথা তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী আফিজুল শেখ। ওই তৃণমূল নেতা বুধবার সকাল থেকে একটি জেসিবি এবং ১০ টি ট্রাক্টর লাগিয়ে মাটি কাটা শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে সেচ দপ্তর ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছে মাটি কাটা বন্ধ করে দেয়। এই বিষয়ে সেচ দপ্তরের বহরমপুর মহকুমার এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রনজিৎ ঘোষ বলেন, "ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের লোক এবং আমাদের লোকজন সঠিক সময়ে পৌঁছে মাটি কাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পুলিশ ওই সময় না পৌঁছানোর কারনে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে আমরা আইনত ব্যবস্থা নিতে চলেছি।" এ বিষয়ে জানতে ভগবানগোলার বিধায়ক তথা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি রেয়াত হোসেন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জেলা পরিষদ সদস্য তথা তৃণমূল নেতা আবু সায়েম রিপন বলেন, "অবৈধ মাটি কাটার সঙ্গে দলীয় কেউ যুক্ত থাকলে দল নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিক।" ঘটনা প্রসঙ্গে ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই বলেন, "পুলিশ গিয়ে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দেয়। তবে পুলিশের গন্ধ পেয়ে দুষ্কৃতীরা জেসিবি ও ট্রাক্টর নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছে।" এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পুলিশ দেরি করে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর কারণেই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে বলে সেচ দপ্তরের দাবি।

ন্যাক-এর মূল্যায়নে এ গ্রেড পেল বহরমপুর গার্লস কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: ন্যাক-এর মূল্যায়নে এ গ্রেড পেল বহরমপুর গার্লস কলেজ। ন্যাক মূল্যায়নে তারা পেয়েছে ৩.২। পূর্ববর্তী চক্রে এই কলেজটি বি গ্রেড ছিল। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর গার্লস কলেজ কলকাতার বাইরে অন্যতম পুরনো গার্লস কলেজ। নারী শিক্ষার প্রসারে এই কলেজটি বরাবরই জেলা তথা রাজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। অমিয়া রাও ,প্রীতি গুপ্তার মতো অধ্যক্ষ কিংবা রেজাউল করিমের মতো গুণী মানুষের কর্মক্ষেত্র ছিল এই কলেজ। পিছিয়ে পড়া জেলা মুর্শিদাবাদ এর নারী শিক্ষা প্রসারে এবং সংখ্যালঘু ছাত্রীদের শিক্ষার আলো দেখানোর ক্ষেত্রে এই কলেজটি রাজ্যে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ন্যাকের স্বীকৃতি কলেজটিকে আরো এগিয়ে দেবে বলে জানালেন বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ড. হেনা সিনহা। ন্যাক কোঅর্ডিনেটর ড. মধু মিত্রের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে বহরমপুর গার্লস কলেজ বিভিন্ন পেশামুখী কার্যক্রম, অ্যাড অন কোর্স, কর্মশালা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। ছাত্রীদের জীবিকা প্রবেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোর্সগুলি ন্যাক উচ্চশিত প্রশংসা করেছে। তিনি আরো জানান, মুর্শিদাবাদ জেলার সামগ্রিক চর্চার একটি গবেষণা কেন্দ্র সেন্টার ফর মুর্শিদাবাদ স্টাডিজ এবং আর্ন হোয়াইল লার্ন স্কিম ন্যাক মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তিনি আরও জানান এই মুহূর্তে জেলার একমাত্র এ গ্রেড প্রাপ্ত কলেজ বহরমপুর গার্লস কলেজ। বহরমপুর গার্লস কলেজের এই অসাধারণ স্বীকৃতি সামগ্রিকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক আব্বাস সিদ্দিকীর

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ব্রিগেডে সভা করার ডাক দিলেন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী। বুধবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমডহরার কবরস্থান ময়দানে এক বিরাট ধর্মীয় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর কর্ণধর এবং ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী। এই দিন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী সংখ্যালঘু দলিত আদিবাসী পিছিয়ে থাখা মানুষের অধিকার নিয়ে ঝাঁঝালো বক্তব্য দেন। তিনি বলেন অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না তাতে যা হয় হবে। তিনি ওয়াকফ নিয়ে দিদি মোদিকে এক পাল্লায় রেখে দিয়ে বলেন দিদিকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ ২৪ পরগণায় পীর গোরাচাঁদের ৯০০ বিঘা জমি ছিলো সেটা সংখ্যালঘুদের জন্য ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে ৮৯৭ বিঘা জমি আর নেই। দিদির সরকার তা গায়েব করে দিয়েছে। তাই আমরা দিদিকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তিনি সকলকে হাত তুলে ওয়াদা করিয়ে নেন যে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন দাবিদাবা সহ ওয়াকফের বিরুদ্ধে ব্রিগেডে ডাকা সভায় যেন যোগ দেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কটাক্ষ করে বলেন আমি গাড়ি খরচা,বিরিয়ানী এবং রোজ দিতে পারবো না অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের মতো, শুধুমাত্র নিজেদের অধিকারের জন্য আমায় সাথ দিন। উল্লেখ্য গতকাল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে আব্বাস সিদ্দিকী এবং দলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীকে সভাতে যেতে অনুমতি দেয়নি মহামান্য হাইকোর্ট। এ নিয়ে তিনি বলেন আমি আদালতের উপর এবং দেশের আইনের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ভরসা এবং মান্যতা দিয়ে গতকাল বিনা সেনাপতিকে জয়ী হয়েছি। অবশেষে বিশ্ববাসী তথা মজলুমদের জন্য দুয়ার মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে বৈঠক করল বিএসএফ-বিজিবি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে বৈঠক। বেশ কিছু ধরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা দেওয়া নিয়ে সীমান্ত এলাকায় বিবাদ শুরু হয়েছে। সোনামসজিদে বিওপি এলাকায়, বিএসএফ মালদা সেক্টরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং বিজিবি রাজশাহী সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে একটি সীমান্ত সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের পবিত্রতা নিশ্চিত করার প্রতি উভয় বাহিনীর অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। মালদহের সীমান্ত এলাকায় অবৈধ চোরাকারবারি রুখতে ও সুখদেবপুরে সীমান্তে তারকাঁটা দেওয়া নিয়ে সমস্যা শুরু হয়েছিলো তা নিয়ে বৈঠক,নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স বিএসএফ মালদার ডিআইজি শ্রী তরুণ কুমার গৌতম, এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স বিজিবি রাজশাহীর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ইমরান ইবন রউফ। প্রতিনিধিদলের উভয় বাহিনীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার এবং সেনাবাহিনীর অফিসাররা ছিলেন।সীমান্ত এলাকায় পারস্পরিক স্বার্থের সীমান্ত বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলোচনা করা হয়। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করা, সীমান্ত এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে কৃষক ছাড়া অন্যদের অবৈধ ভাবে চলাচল রোধ,আলোচনা করা হয় এবং ঐকমত্য তৈরি হয়। উভয় পক্ষই পারস্পরিক সংলাপ এবং ঐকমত্যের মাধ্যমে সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার উপর জোর দিয়েছেন। বি এস এফ সুত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সাম্প্রতিক উদ্বেগগুলিও আলোচনা করা হয়েছে।

রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরে নেতাজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ জেলা সংগ্রাহালয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মবার্ষিকী। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, জেলা যুব আধিকারিকসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথি ও আধিকারিকগণ। প্রথাগত শিল্পী ও লোকশিল্পীদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরা, সরকারি হোমের আবাসিকরা এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। জেলাশাসক নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মিউজিয়ামে তাঁর জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। মিউজিয়ামের পঞ্চম গ্যালারিতে স্থিত এই প্রদর্শনী এখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের পরিবেশনা "আমরা করব জয় নিশ্চয়" নেতাজীর আদর্শ ও মনোভাবকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরে। অন্যদিকে, ইসলামপুরে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে নেতাজীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এতে পা মেলান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অচিরাচরিত বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী, মহকুমা শাসক, পৌরপিতা ও ইসলামপুর পুলিশ জেলার উপআরক্ষাধ্যক্ষ। শোভাযাত্রার পর ইসলামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ক্ষুদিরামপল্লী সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ ও রাজা রামমোহন চিলড্রেনস আকাদেমীর ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেতাজীর জীবন ও আদর্শকে তুলে ধরে।

প্রথম নজর

লস অ্যাঞ্জেলেসে ফের দাবানলের হানা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে নতুন করে শুরু হয়েছে দাবানল। তীব্র বাতাসের কারণে লস অ্যাঞ্জেলসের উত্তরে বুধবার (২২ জানুয়ারি) একটি নতুন দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।

নতুন এই দাবানলের আগুন ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার একর এলাকা গ্রাস করেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় অন্তত ১৯ হাজার বাসিন্দাকে সতর্ক করা হয়েছে। খবর এএফপি ও বিবিসির।

খবরে বলা হয়, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রায় ৫০ মাইল (৮০ কিলোমিটার) উত্তরে হিউজ ফায়ার নামে পরিচিত এই আগুন অঞ্চলটির দমকল বাহিনীর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। তারা ইতিমধ্যে মেট্রোপলিটন এলাকায় জ্বলতে থাকা দুটি বড় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। বুধবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন এই আগুন ইটন ফায়ারের অর্ধেকেরও বেশি আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

ইটন ফায়ার এই মাসের শুরুর দিকে লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া দুটি বড় দাবানলের একটি।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির কাস্টেইক লেক এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করে বলা হয়েছে যে তারা 'জীবনের জন্য তাৎক্ষণিক হুমকির' সম্মুখীন।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেশির ভাগ এলাকা এখনো শক্তিশালী, শুষ্ক বাতাসের কারণে চরম অগ্নিঝুঁকির জন্য রেড ফ্ল্যাগ সতর্কতার অধীনে রয়েছে।

এর আগে ১০ দিনের বেশি সময় ধরে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস।

দাবানলে প্রাণ গেছে অন্তত ২৮ জনের। পুড়ে গেছে ১২ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ও স্থাপনা।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের বিস্তীর্ণ এলাকা।

পরবর্তী সময়ে বাতাসের গতি ধীরে ধীরে কমতে থাকায় দাবানল নিয়ন্ত্রণে আসে। আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেছে বাসিন্দারা।

এর মধ্যে নতুন করে ফের শুরু হলো দাবানল।

খরগোশকে লাথি মারায় এক জাপানি গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: খরগোশকে লাথি মারার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জাপানি পুলিশ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দেশটির কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জাপানের হিরোশিমা প্রিফেকচারের ওকুনোশিমা দ্বীপে। দ্বীপটি খরগোশের বিশাল সংখ্যার জন্য সুপরিচিত। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দ্বীপটিতে ৭৭টিরও বেশি খরগোশের মৃত্যুর তদন্ত করছে পুলিশ। তখনই ওই ব্যক্তিকে এ ঘটনার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।

দ্বীপটির ওয়েবসাইট অনুসারে, ওকুনোশিমা দ্বীপে এক হাজারের বেশি খরগোশ অবাধে বসবাস করে এবং এখানে আসা পর্যটকরা তাদের খাবার খাওয়ায়। রিকু হোত্তাকে নামের ওই ব্যক্তিকে গত মঙ্গলবার খরগোশকে লাথি মারার সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি টোকিওর বাসিন্দা। লাথির আঘাতে পরে প্রাণীটি মারা যায় বলে জানা গেছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র এএফপিকে এই খবর জানিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি বাকি ৭৭টি খরগোশের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত কি না, তা তদন্ত করছে পুলিশ। নভেম্বরের শেষে থেকে ৭৭টি খরগোশের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় সোমবার বলেছে, 'খরগোশগুলোর মৃত্যুর কারণ সংক্রামক রোগ, ঠাণ্ডা আবহাওয়া বা মানব-সম্পর্কিত হতে পারে, তবে এই মুহূর্তে তা পরিষ্কার নয়।' মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, 'মৃত্যুর কারণ তদন্ত করা হচ্ছে।' ওকুনোশিমা দ্বীপটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি বিষ তৈরির কারখানা ছিল। এখন সেখানে একটি জাদুঘর রয়েছে। দ্বীপটি খরগোশের উচ্চ প্রজনন হারের জন্য বিখ্যাত।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে স্বীকৃতি পেল এবার 'বাংলা নববর্ষ'

আপনজন ডেস্ক: বাংলার উৎসবের ছোঁয়া থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। আমেরিকার নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে '১৪ এপ্রিল'কে বাংলা নববর্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হল।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আলবেনিতে গভর্নর অফিস বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় এই উৎসবকে উদযাপন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে বাঙালি মহলে।

জানা গিয়েছে নিউইয়র্কে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৩২ স্টেট সিনেট লুইস সেপুলভেদার প্রস্তাবে অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অধিবেশনে ২২ জানুয়ারি আইনপ্রণেতারা সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গভর্নর ক্যাথি হোকুল ২৩৪ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করেন।

এই নিয়ে গর্বিত মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি জানান, 'নিউইয়র্ক অঙ্গরাজের গভর্নর কার্যালয় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করবে। আইনপ্রণেতারা বাঙালির সর্বজনীন ও সবচেয়ে বড় এই উৎসব নিয়ে এক আলোচনায় অংশ নেবেন। বিষয়টি প্রত্যেক বাঙালির জন্য গর্ব।'

উল্লেখ্য, বাংলার নববর্ষের ইতিহাস বেশ পুরনো। বাংলা নববর্ষ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পাশাপাশি সারা বিশ্বের বাঙালিদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। পয়লা বৈশাখের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল যুগ থেকে শুরু হয় বলে মনে করা হয়। সম্রাট আকবর নতুন ফসল ঘরে আনার আনন্দে এই উৎসব শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ছাড়াও এই উৎসব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যেমন লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে নববর্ষ উদযাপিত হয়ে থাকে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অ্যাকাউন্ট জোরপূর্বক ফলো করানো নিয়ে যা বলল মেটা

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নেটওয়ার্ক ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের সত্ত্বাধিকারী সংস্থা মেটা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট ফলো করতে ব্যবহারকারীদের বাধ্য করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের গত সোমবারের অভিষেকের পর কিছু ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, তারা 'স্বয়ংক্রিয়ভাবে' যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট ফলো করতে বাধ্য হয়েছেন।

মেটার মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন বুধবার ব্যাখ্যা করেছেন, এই অ্যাকাউন্টগুলো হোয়াইট হাউস পরিচালনা করে এবং নতুন পদধারীদের প্রতিফলিত করতে সেগুলো হালনাগাদ করা হয়েছে।

তিনি এক বিবৃতিতে লেখেন, 'এই প্রক্রিয়া আমরা আগের প্রেসিডেন্ট বদলের সময়ও অনুসরণ করেছিলাম।'

এই অ্যাকাউন্টগুলো প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটসের সংক্ষিপ্ত রূপ পোটাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটসের সংক্ষিপ্ত রূপ ফ্লোটাস নামে পরিচালিত হয়। সংরক্ষিত অ্যাকাউন্টগুলোর পূর্ববর্তী সংস্করণে দেখা যায়, পোটাস ও ফ্লোটাস অ্যাকাউন্টগুলো আগে যথাক্রমে জো বাইডেন ও জিল বাইডেনের নাম ও অফিশিয়াল ছবি বহন করত।

স্টোন আরো বলেন, 'যেহেতু এই অ্যাকাউন্টগুলো নতুন হাতে হস্তান্তর হচ্ছে, তাই ফলো ও আনফলো অনুরোধ সম্পন্ন হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।'

মেটার মুখপাত্র বলেন, 'সরকার পরিবর্তনের সময় মানুষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের কোনো অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট ফলো করানো হয়নি।

গত সোমবার দ্বিতীয়বারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ট্রাম্প দ্রুতই বিভিন্ন নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশ জারি করেন, যার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রত্যাহার ও মেক্সিকো সীমান্তে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা রয়েছে। তার অভিষেক অনুষ্ঠানে মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ, নতুন প্রশাসনের উপদেষ্টা হিসেবে থাকা এক্সের প্রধান ইলন মাস্কসহ প্রভাবশালী টেক বিলিয়নেয়াররা উপস্থিত ছিলেন।

মেটার প্রতি আগে থেকেই সমালোচনামুখর ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলে ৬ জানুয়ারির দাঙ্গায় জড়িত ব্যক্তিদের 'প্রশংসা' করার অভিযোগে মেটা তাকে নিষিদ্ধ করেছিল।

ট্রাম্প ও তার সহযোগীরা বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে সহায়তা করে বাইডেনের ছেলে হান্টার সম্পর্কে অভিযোগ ও করোনা মহামারির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কনটেন্ট দমনের জন্য মেটাকে অভিযুক্ত করেছিলেন। জাকারবার্গ এই সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।

এ ছাড়া গত আগস্টে প্রকাশিত একটি বইয়ে ট্রাম্প লিখেছিলেন, যদি জাকারবার্গ ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন, তবে তাকে 'জীবনের বাকি সময় জেলখানায় কাটাতে হবে'।

তবে নভেম্বরের শুরুর দিকে নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়লাভের পর থেকে জাকারবার্গ তার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। জাকারবার্গ নভেম্বরের শেষের দিকে ট্রাম্পের মার-এ-লাগো বাসভবনে তার সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন এবং অভিষেক অনুষ্ঠানে এক মিলিয়ন ডলার অনুদান দেন।

এ ছাড়া মেটা এই মাসের শুরুর দিকে জানায়, তারা তৃতীয় পক্ষের ফ্যাক্ট-চেকিং প্রক্রিয়া বন্ধ করে এক্সের কমিউনিটি নোটসের মতো একটি পদ্ধতির দিকে এগোবে, যা ট্রাম্পের পূর্ববর্তী কিছু সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে। কম্পানিটির মতে, এটি তাদের 'মৌলিক মুক্ত মতপ্রকাশের অঙ্গীকারে' ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

প্রায় ১৫ বছর পর প্রথমবার লেবাননে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের শীর্ষ কূটনীতিক বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে পৌঁছেছেন। সেখানে তিনি দেশটির নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এক দশকেরও বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের কোনো উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তার লেবানন সফর এটি।

লেবাননের সরকারি ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, 'রফিক হারিরি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান।' সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেবাননের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ধারণা করা হয়, রিয়াদ ও পশ্চিমাদেশগুলোর সমর্থনেই আউন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

বহু বছর ধরে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধে বিধ্বস্ত লেবাননের নেতারা ধনী উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন তহবিলের আশায় রয়েছেন। সফরের আগে প্রিন্স ফয়সাল বলেছেন, আউনের নির্বাচন 'অত্যন্ত ইতিবাচক', তবে রিয়াদ বৈরুতের সঙ্গে আরো জড়িত হওয়ার আগে বাস্তব পরিবর্তন দেখতে চায়।

সৌদি আরব একসময় লেবাননে প্রধান বিনিয়োগকারী ছিল। কিন্তু ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে গত এক দশক ধরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ ও মিত্র সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর হিজবুল্লাহর দুর্বল অবস্থার মধ্যে প্রিন্স ফয়সালের এই সফর এমন সময়ে হচ্ছে, যখন লেবানন নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করছে।

এই মাসের শুরুর দিকে আউন বলেছিলেন, সৌদি আরবে সফর হবে তার প্রথম সরকারি বিদেশ ভ্রমণ।

সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে একটি ফোনালাপের পর এই সফরের আমন্ত্রণ পান তিনি।

সৌদি আরবে বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস, নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের বেশ কয়েকটি এলাকায় বজ্রঝড়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামী সোমবার (২৭ জানুয়ারি) পর্যন্ত যেকোনো সময় বজ্রঝড় হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। সেই সঙ্গে দুর্যোগের ব্যাপারে নাগরিকদেরকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

খবর গালফ নিউজের। প্রতিবেদন মতে, সৌদির আবহাওয়া দফতর ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটেরোলজি (এনসিএম) সৌদির জাজান, আসির এবং দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলীয় আল বাহা এলাকার কিছু অংশে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলগুলোর পাশাপাশি পূর্ব প্রদেশের কিছু অংশে কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

একই সময়ে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকা, আল জাওয়াফ, হা'ইল, মদিনা, আল কাসিম ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। এনসিএম অনুসারে, লোহিত সাগর উপকূলের উত্তরাঞ্চলে বালুঝড় বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একইভাবে রিয়াদ অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে যার ফলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি ও ধুলো ও বালি উড়িয়ে বাতাস বয়ে যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নাগরিক ও বসবাসকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি জেনারেল ডিরেক্টরেট অফ সিভিল ডিফেন্স তথা বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী। ঝড়-বৃষ্টির সময় নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে থাকতে এবং উপত্যকা এলাকা বা যেসব জায়গায় পানি জমতে পারে এমন সব স্থান এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরি পরিস্থিতিতে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও নাগরিক ও বাসিন্দাদের আহ্বানও জানিয়েছে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুসলিমপ্রধান দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে ফের নিষেধাজ্ঞা?

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত সোমবার (২০ জানুয়ারি) শপথ নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেইদিনেই ট্রাম্প শতাধিক নির্বাহী আদেশে সই করে ঝড় তুলেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত একটি নির্বাহী আদেশের ওপর ভিত্তি করে মুসলিমপ্রধান বা আরব দেশগুলোর ভ্রমণকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের আশঙ্কা করা হচ্ছে। রয়টার্স বলছে, ট্রাম্পের ওই স্বাক্ষরিত নির্বাহী আদেশে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দেশটির নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলো। এনিয়ে আমেরিকান-আরব অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন কমিটি (এডিসি) বলেছে, ট্রাম্প ২০১৭ সালে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেটিকে ন্যায্যতা দিতে যে আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয়েছিল, সেগুলোর ওপর নির্ভর করে নতুন আদেশটি দেওয়া হয়েছে। নতুন আদেশটির আওতায় ভিসা-সংক্রান্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ও ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের অপসারণের সুযোগ আরও বিস্তৃত হবে। এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতা করার জন্য একটি নতুন ২৪ ঘণ্টার হটলাইন চালু করেছে এডিসি।

অন্যদিকে দ্য ন্যাশনাল ইরানিয়ান আমেরিকান কাউন্সিল (এনআইএসি) জানিয়েছে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি সন্ত্রাসী, অন্য জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখা-সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশ দিয়েছেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের পরিবারগুলোকে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ভর্তির হার কমে যাবে। এনিয়ে এনআইএসি নতুন একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। ২০১৭ সালে প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প সাতটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ভ্রমণকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। তবে নতুন আদেশটি আরও বিস্তৃত। নতুন আদেশে বলা হয়েছে, যেসব মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করবে, তাদের ভিসা বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আদেশ এমন একটি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছে যে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে দেওয়া ভিসাগুলো বাতিলের পথ করে দিতে পারে। তবে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের ব্যাপারে রয়টার্সের পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউসকে বারবার প্রশ্ন করেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

ট্রাম্প বারবারই বলে আসছিলেন যে নির্দিষ্ট দেশ ও মতাদর্শের মানুষের ওপর তিনি ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করবেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৪মি.

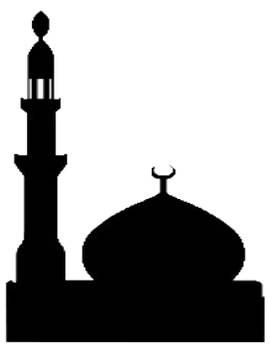

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৮
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৩	
মাগরিব	৫.২৪	
এশা	৬.৩৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

বায়ু দূষণের কবলে ব্যাংকক, বন্ধ প্রায় ২০০ স্কুল

আপনজন ডেস্ক: বায়ুদূষণের কারণে ব্যাংককের প্রায় ২০০টি স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আজ বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে। কর্মকর্তারা সবাইকে বাড়ি থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে এবং শহরে ভারি যানবাহন চলাচল সীমাবদ্ধ করেছে।

মৌসুমি বায়ু দূষণ দীর্ঘদিন ধরে থাইল্যান্ডকে ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই অঞ্চলের অনেক দেশের মতো থাইল্যান্ডেও শীতকালীন ঠাণ্ডা, বাতাস, ফসলের খড় পোড়ানোর ধোঁয়া গাড়ির ধোঁয়ার সাথে মিশে ভয়াবহ দূষণের সৃষ্টি হয়।

হুতিদের বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার ইয়েমেনের হুতি আন্দোলনকে পুনরায় 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছে। হুতি আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে আনসার আল্লাহ নামে পরিচিত। ইয়েমেনের হুতিদের 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করে একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নির্বাহী আদেশে সই করে ট্রাম্প বলেন, শুধু ইয়েমেন নয়, বিভিন্ন সময় সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রাণঘাতী হামলার জন্যও হুতিরা দায়ী। গত নভেম্বর থেকে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর প্রায়ই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণের পর থেকেই ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে এই হামলা চালাচ্ছে।

লোহিত সাগরে মার্কিন সামরিক জাহাজেও হামলা চালিয়েছে তারা। এই পদক্ষেপটি লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক শিপিং এবং মার্কিন যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক সামুদ্রিক চোকপয়েন্টকে রক্ষা করার জন্য ইরান-সংযুক্ত গোষ্ঠীর উপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিডেন প্রশাসনের চেয়ে কঠোর অর্থনৈতিক জরিমানা আরোপ করবে।

এবার হামাসের কাছ থেকে আরবেল ইহুদের মুক্তি চায় ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম ধাপে হামাসের হাতে বন্দি ৩৩ জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রথম দিন মুক্তি পেয়েছেন তিন নারী। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ সপ্তম দিনে হামাস আরো চারজনকে মুক্তি দেবে। সেই সময় আরবেল ইহুদ নামে এক তরুণীর মুক্তি চেয়েছে।

খবর টাইমস অব ইসরায়েলের। বুধবার একাধিক হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল হামাসকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই সপ্তাহান্তে যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে গাজা উপত্যকা থেকে যে চার জিম্মিকে মুক্তি দেবে তাদের মধ্যে যেন আরবেল ইহুদ থাকে।

টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়, গাজার সন্ত্রাসীদের হাতে বেসামরিক জিম্মিদের মধ্যে ইহুদ রয়েছে। তাই একজন বেসামরিক নারী হিসেবে পরবর্তী ব্যাচে তার মুক্ত হওয়া উচিত।

তবে তাকে হামাস জিম্মি করে রেখেছে বলে মনে করছে না ইসরায়েল। তাদের ধারণা, ইহুদকে ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ নামে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী অপহরণ করেছে। তবে জেরুজালেমের উদ্বেগ রয়েছে যে, আরবেল ইহুদের মুক্তিতে হামাস বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, হামাস এই চারজনকে মুক্তির একদিন আগে শুক্রবারের মধ্যে ইসরায়েলি জিম্মিদের নামের তালিকা পাঠাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে দুই শতাধিক মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: গত রবিবার গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে প্রায় ২০০ ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাসনিম নিউজের প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

তবে কাতারের আল জাজিরা টেলিভিশন চ্যানেলে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনের নিচ থেকে প্রায় ২১২ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উপত্যকায় ৫ হাজার নারী ও শিশুসহ ১৪ হাজার ২শ' মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

ফিলিস্তিনের বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রধান মাহমুদ বাসল বুধবার বলেছেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া প্রায় ১০ হাজার ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বেসালের মতে, কমপক্ষে ২ হাজার ৯০০ জন সম্পূর্ণরূপে পচে-গলে গেছে। তাদের কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। উদ্ধারকারী দল সময়মতো পৌঁছাতে না পারায় ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে।

তিনি বলেন, 'উদ্ধার দল ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া আহত নাগরিকদের কাছ থেকে প্রতিদিন উদ্ধারের জন্য ফোন পেয়েছেন।' উদ্ধারকারী দলগুলো সব ফোনের সাড়া দিতে পারেনি, কারণ ইসরায়েলি বাহিনী অ্যাম্বুলেন্স ও তাদের ক্রুদের ওপরও হামলা চালিয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১০ মাঘ ১৪৩১, ২২ রজব ১৪৪৬ হিজরি

ঐক্যসাধন

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন–'ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।' ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, 'মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে–ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে–ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে।

এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে 'সংখ্যা-৯' 'সংখ্যা-৮'-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল–তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল–আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত 'সংখ্যা-২' যখন 'সংখ্যা-১'-কে মারিল 'সংখ্যা-০' (শূন্য) তখন ভাবিল–এইবার তো আমার পালা!

আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। 'সংখ্যা-১' তখন গিয়া '০' (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল–আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০!

অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়।

এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়–'ঐক্যবদ্ধ' থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি 'এক' থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না।

আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।'

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন।

যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক।

এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন–'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'

ট্রাম্পের কারণে বিশ্বপ্রগতির ধারা কি থমকে যাবে

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ট্রাম্পের অধীনে এই নেতৃত্বের ধারা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না এবং ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ বিশ্বব্যবস্থায় কী পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ **জোসেফ ই. স্টিগলিৎস।**

৩৫ বছর আগে ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তখন এটিকে 'ইতিহাসের সমাপ্তি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সব দেশ ধীরে ধীরে গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু আজকের বাস্তবতা দেখলে বোঝা যায়, ফুকুয়ামার সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল ছিল। আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' (মাগা) আন্দোলন যে ভঙ্গিতে ফিরে এসেছে, তা দেখে আমরা এখনকার সময়কে হয়তো 'প্রগতির সমাপ্তি' বলে অভিহিত করতে পারি।

আমরা সাধারণত মনে করি, উন্নয়ন সহজাতও স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আড়াই শ বছর আগের মানুষের জীবনযাত্রা কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগের মানুষের জীবনযাত্রার চেয়ে খুব বেশি উন্নত ছিল না। আদতে মানবজীবনযাত্রার প্রকৃত পরিবর্তন এসেছে আলোকিত যুগ (এনলাইটেনমেন্ট) ও শিল্পবিপ্লবের পর; যখন মানুষের আয়ু, স্বাস্থ্য ও জীবনমান নাটকীয়ভাবে উন্নত হয়। আলোকিত যুগের চিন্তাবিদেরা বুঝতে পারেন, বিজ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতিকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরি করা যায়। পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমে সবার জীবনমান উন্নত হয়।

সমাজের এই সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এমন আইনের শাসন, যেখানে একক শাসকের ক্ষমতা থাকবে সীমিত; যেখানে সত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং যেখানে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানকে সম্মান করা হবে। কিন্তু ট্রাম্পের মাগা আন্দোলনের অন্যতম ভয়ংকর দিক হলো–এই মূল্যবোধগুলোকে সরাসরি অস্বীকার করা।

তাহলে কি মানবসমাজের অগ্রগতি বা প্রগতি অব্যাহত থাকতে পারবে? সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় যেমন স্পুতনিক উৎক্ষেপণ করে হইচই ফেলে দিয়েছিল, তেমনই ট্রাম্প ও তাঁর অনুসারীরা হয়তো মহাকাশ গবেষণা বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কিছু বড় সাফল্য আনতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কি সত্যিই এমন উন্নয়ন করতে পারবেন, যা সবার জন্য কল্যাণকর হবে?

বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা শুধুই সম্পদ বাড়ানোর চিন্তা করছে। শোষণ ও অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে তারা কোনো দ্বিধা করে না। তারা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে, কীভাবে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়। আগের তুলনায় আজকের আমেরিকান দুর্নীতি অনেক বড় এবং প্রকাশ্য। আগে ঘুষ দেওয়া হতো লুকিয়ে, হয়তো একটা খামের ভেতরে ডলারের নোট ভরে। কিন্তু এখন ধনী ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যেই রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী প্রচারে শত শত মিলিয়ন ডলার দান করতে পারেন এবং এর বিনিময়ে তাঁরা বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন। আমেরিকান অলিগার্করা প্রকাশ্যে একজন রাজনীতিবিদের নির্বাচনী প্রচারের জন্য শত শত মিলিয়ন ডলার 'চাঁদা' দিয়ে 'অবদান' রাখতে পারেন। এর বিনিময়ে তাঁরা নানা ধরনের বিশেষ সুবিধা হাতিয়ে নেন।

২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পর সে সময়কার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন ইলেকট্রিক গাড়ির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য টেসলাকে ৪৬৫ মিলিয়ন ডলারের একটি শর্তহীন ঋণ দিয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের লেনদেনের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে এবং ধনকুবেরেরা রাজনীতিবিদদের অর্থ দিয়ে কিনে নেবেন, যাতে তাঁরা তাঁদের জন্য আরও বড় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেন। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে থাকবে।

প্রগতি ধরে রাখতে হলে বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে গবেষণার জন্য বরাদ্দ তহবিলে এত বড় কাটছাঁটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের দলের রিপাবলিকানরাও এতে আপত্তি করেছিলেন। এবারও কি তাঁরা একইভাবে ট্রাম্পকে বাধা দিতে পারবেন?

প্রশ্ন হলো, যখন শিক্ষার উন্নয়ন ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলো বারবার আক্রমণের শিকার হয়, তখন কি সত্যিই অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভব? যেসব গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে প্রগতি ও অগ্রগতিবান্ধব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়, সেসব নামজাদা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করাকে এখন মাগা আন্দোলন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

একটি দেশ কখনোই উন্নতি করতে পারে না, যদি তার বেশির ভাগ মানুষ ভালো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিকর খাবার না পায়।

আমেরিকায় প্রায় ১৬ শতাংশ শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়। সেখানে এখন শিক্ষার মান আন্তর্জাতিকভাবে গড়পড়তা। সেখানে অপুষ্টি ও গৃহহীনতা বাড়ছে। সেখানে মানুষের গড় আয়ু উন্নত দেশগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে কম।

এর সমাধান হলো জনপরিষেবা খাতে আরও বেশি ও ভালো সরকারি খরচ বরাদ্দ করা। কিন্তু ট্রাম্প ও তাঁর অলিগার্করা তা না করে উল্টো বাজেট ছাঁটাই করতে চান। এতে আমেরিকা বিদেশি শ্রমের ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। কিন্তু ট্রাম্পের সমর্থকেরা অভিবাসীদের, এমনকি তাঁরা দক্ষ কর্মী হলেও তাঁদের পছন্দ করেন না।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে এলেও ট্রাম্পের অধীনে এই নেতৃত্বের ধারা কীভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তা বোঝা কঠিন।

আমি আমার কল্পনায় তিনটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি দেখতে পাই। আমার কল্পিত প্রথম পরিস্থিতি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা স্বীকার করবে এবং মাগা আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করবে। যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকদের প্রভাব খর্ব করে আবারও আলোকপ্রাপ্তির যুগের (এনলাইটমেন্ট) মূল্যবোধগুলো (যেমন: বিজ্ঞান, যুক্তি এবং জনকল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতি) অনুসরণ করবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র আবার বৈশ্বিক নেতৃত্বের দিকে ফিরে আসবে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

দ্বিতীয় পরিস্থিতি হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন একে অপরের পথে চলতে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রে অলিগার্কদের পুঁজিবাদ বৃদ্ধি পাবে, আর চীনে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও কর্তৃত্ববাদী শাসন চলতে থাকবে। এর ফলে পৃথিবীজুড়ে অন্য দেশগুলো পিছিয়ে পড়বে এবং বিশ্বে মূলত দুটি শক্তিশালী দেশ–যুক্তরাষ্ট্র ও চীন–এগিয়ে থাকবে।

তৃতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের বর্তমান ধারাতেই চলতে থাকবে। তবে ইউরোপে পরিবর্তন আসবে। ইউরোপ প্রগতিশীল পুঁজিবাদ এবং সামাজিক গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে, যা মানুষের কল্যাণ এবং সমতা নিশ্চিত করবে। এর ফলে ইউরোপ হয়তো বৈশ্বিক নেতৃত্ব নিতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত, দ্বিতীয় পরিস্থিতিটিকেই আমার সবচেয়ে সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নিজেদের পথেই চলতে থাকবে এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলো তাদের কাছ থেকে অনেক পিছিয়ে পড়বে। চীন প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে থাকবে। কারণ, সেখানে বিশাল বাজার, বহুসংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং ব্যাপক নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে, যা তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

চীনের কূটনীতি পশ্চিমের বাইরে থাকা ৬০ শতাংশ দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি সফল হয়েছে। তবে চীন বা ট্রাম্পীয় আমেরিকা কোনোভাবেই সেই মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়, যা গত ২০০ বছরে উন্নতির পথ দেখিয়েছে।

দুঃখজনকভাবে আজ মানবতা বড় বড় সমস্যা নিয়ে লড়ছে। প্রযুক্তির উন্নতি আমাদের নিজেদের ধ্বংসের পথ করে দিয়েছে। আর একমাত্র আন্তর্জাতিক আইনই আমাদের এই বিপদে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং মহামারির হুমকি ছাড়াও এখন আমাদের অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে।

কিছু মানুষ বলবেন, যদিও অগ্রগতি কিছুটা থেমে গেছে, তবে অতীতে করা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল এখনো আসছে। কিছু আশাবাদী বলবেন, যেকোনো স্বৈরশাসন একসময় না একসময় শেষ হয়, আর ইতিহাস চলতে থাকে। এক শতক আগে, ফ্যাসিবাদ পুরো পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছিল; কিন্তু তার পরেই গণতন্ত্রের ঢেউ এসেছিল।

কিন্তু সমস্যা হলো আগেকার সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো সীমিত ছিল; আর এখন আমাদের হাতে সময়ও আছে খুব কম। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না।

সে কারণে প্রশ্ন উঠছে, যুক্তরাষ্ট্র কি সবার জন্য সমান সুযোগ রাখা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিবেশের মতো বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে উন্নতি করবে? এ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর আমেরিকায় এসব অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রভাব অন্য দেশেও পড়বে, এটা নিশ্চিত।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে এখনই সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সত্যিটা হলো, ইতিহাস সত্যিই চলতে থাকে; তবে সেই চলার পথে সে অনেক সময় প্রগতিকে পেছনে ফেলে রেখে যেতে পারে।

জোসেফ ই. স্টিগলিৎস বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ; মার্কিন প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পর সে সময়কার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন ইলেকট্রিক গাড়ির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য টেসলাকে ৪৬৫ মিলিয়ন ডলারের একটি শর্তহীন ঋণ দিয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের লেনদেনের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে এবং ধনকুবেরেরা রাজনীতিবিদদের অর্থ দিয়ে কিনে নেবেন, যাতে তাঁরা তাঁদের জন্য আরও বড় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেন। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে থাকবে।

ইউক্রেনের জন্য কোরিয়া স্টাইলের যুদ্ধবিরতি চুক্তি?

স্টিফেন ব্রায়েন

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধ যেভাবে শেষ হয়েছিল, তার আলোকে একটি প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। যাহোক, কোরিয়ার মতো কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তি রাশিয়ার লক্ষ্যের সঙ্গে মিলবে না। সম্ভবত এ কারণেই অস্ত্রবিরতির মধ্যে চুক্তিটাকে সীমাবদ্ধ রাখলে সেটা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা শেষে ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ সমাপ্তির একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল। সেই পথ ছিল খুব কঠিন। যাহোক, সেই চুক্তির মূল বিধিগুলো ছিল নিম্নরূপ:

এক. চার হাজার মিটার প্রশস্ত অঞ্চল থেকে সব সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া এবং দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে একটা নিরপেক্ষ অঞ্চল তৈরি করা;

দুই. দুই পক্ষের কেউই অন্যের আকাশ, স্থল ও সমুদ্র অঞ্চলে প্রবেশ করবে না;

তিন. যুদ্ধবন্দী ও বাস্তুচ্যুতদের জন্য মুক্তি ও প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করা;

চার. যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলো পালন করে হচ্ছে কি না কিংবা লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, তার জন্য একটি সামরিক যুদ্ধবিরতি কমিশন গঠন।

কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির বয়স এখন ৭২ বছর। এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো, সাত দশকের বেশি সময় ধরে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংঘাত বন্ধ করা গেছে।

ইউক্রেনের ইস্যুটি ভূখণ্ডগত, সামরিক ও রাজনৈতিক। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ২০২২ সালের সেপ্টম্বর মাসে দোনেৎস্ক, লুহানৎস্ক, জাপোরিঝিঝিয়া ও খেরসন প্রদেশ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

ক্রিমিয়ার সীমান্ত যেখানে খুব ভালোভাবে স্বীকৃত, কিন্তু অন্য চারটি প্রদেশের সীমান্ত এখনো এতটা স্পষ্ট নয়।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এই অঞ্চলগুলোর কোনোটিতেই রাশিয়ার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। সেখানে রাশিয়া যুদ্ধ করছে, তার কারণ হলো, আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই রাশিয়া চাইছে যতটা সম্ভব ভূখণ্ড নিজেদের দখলে নিতে।

ধরে নিই যে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে একটি চুক্তি করা গেল; কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলো জটিল।

এর মধ্যে যে সীমান্তরেখা টানা হবে, তার দুই পাশের নাগরিকদের কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া অধিকার কেমন হবে, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্যের বিষয়টা কেমন হবে, জাপোরিঝিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কী হবে, ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ায় পানি সরবরাহব্যবস্থার কী হবে, কৃষ্ণসাগরের বন্দর ও গুদামের ব্যবহার কীভাবে হবে এবং কৃষ্ণসাগর ও আজভ সাগরের সামরিক ঘাঁটিগুলোর অবস্থা কী হবে–এসব প্রশ্নে সুরাহা করতে হবে। এ ছাড়া ইউক্রেনের হাতে থাকা দূরপাল্লার অস্ত্র ও ইউক্রেনের মাটিতে ন্যাটো সেনাদের উপস্থিতি–এ দুই বিষয়েরও মীমাংসা করা দরকার হবে।

এর সঙ্গে আরও কিছু বিষয়ের মীমাংসা করতে হবে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীগুলোর মর্যাদা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোয় ইউক্রেনের সদস্যপদ, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং তেল-গ্যাস সরবরাহের ট্রানজিট ও রাশিয়ার ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নগুলোও এখানে রয়েছে।

১৯৫৩ সালে যখন দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তখন জাতিসংঘের বাহিনীগুলো দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থান করছিল। আর চীনের 'স্বেচ্ছাসেবকেরা' ছিলেন উত্তর কোরিয়ায়। কিন্তু ইউক্রেনের বাস্তবতা ভিন্ন। আনুষ্ঠানিকভাবে ইউক্রেনে ন্যাটোর কোনো বাহিনী নেই, যদিও ইউক্রেনে রাশিয়ান সেনাবাহিনী আছে।

এ-সংক্রান্ত অসংখ্য প্রতিবেদন বের হচ্ছে যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, এমনকি জার্মানিসহ ন্যাটোর আরও কয়েকটি দেশ যুদ্ধবিরত হলে ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য সেনাদের প্রস্তুত করছে। এখানে সমস্যাটি হলো, যুদ্ধবিরতি তদারকির কাজে নিয়োজিত বাহিনী আর ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত বাহিনী এক বিষয় নয়।

মূল মিনস্ক চুক্তির (২০১৪-১৫) আওতায় ওএসসিইর (অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ) হাতে মিনস্ক চুক্তি তদারকির দায়িত্ব রয়েছে। ওএসসিই পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারে, সেনা পাঠাতে পারে না।

রাশিয়া, ইউক্রেনসহ ৫৭টি দেশ তখন ওএসসিইর সদস্য হয়েছিল। সেই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বৈরিতার অবসান এবং লুহানৎস্ক ও দোনেৎস্ক অঞ্চলের (যদিও দুটি অঞ্চলই ইউক্রেনের ভেতরে থাকবে) স্বায়ত্তশাসন দেওয়া। কিন্তু সেই চুক্তি কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।

আমরা যতটা বুঝি, তাতে দেখা যায় যে রাশিয়ার যুদ্ধ ও উদ্দেশ্য শুধু তাদের সেনাবাহিনী ইউক্রেনের যতটুকু ভূখণ্ড নিজেদের দখলে নিয়েছে, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; ইউক্রেনকে সামরিকভাবে নিষ্ক্রিয় করা এবং এমন একটা চুক্তির নিশ্চয়তা চায়, যেখানে ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ না দেওয়া হয়।

এসব প্রশ্নের মীমাংসা করা ছাড়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা কঠিন হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান হলো, রাশিয়া অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হওয়ায় প্রণোদনার অংশ হিসেবে রাশিয়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেবে।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে, কিছু নিরপেক্ষ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে এবং ইউক্রেনের কিছু ভূখণ্ড পাকাপাকিভাবে নয়, কার্যত রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই চুক্তি করে ফেলবে। এসব প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি ১৯৫৩ সালের কোরিয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তির মতোই হবে।

নিশ্চিত করেই রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ওয়াশিংটনের চিন্তার সঙ্গে মিলবে না। রাশিয়া শুধু একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে চায় না; মস্কো যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সঙ্গে সমন্বিত চুক্তি করতে চায়।

একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি (মূলত একটি অস্ত্রবিরতি) সম্ভব হতে পারে, যদি সেটি সব পক্ষের সম্মতিতে রাজনৈতিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে হয়। কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব বলে মনে হয়। সদ্য বিদায়ী বাইডেন প্রশাসন ১০ কিংবা ২০ বছর মেয়াদি যুদ্ধবিরতির কথা ভেবেছিল। কিন্তু সেটা রাশিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কারণ হলো, ইউক্রেন এ সময় নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে খেলার জন্য অনেক কার্ড রয়ে গেছে। তিনি ইউক্রেনকে আরও বেশি সহায়তা পাঠাতে পারেন, সংঘাত আরও দীর্ঘায়িত করতে পারেন। যদিও ট্রাম্পের লক্ষ্য এটা কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। ট্রাম্প রাশিয়ানদের নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করতে পারেন। এমনকি ন্যাটোর জন্যও কিছুটা জায়গা দিতে পারেন।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকার জানে, ইউক্রেন এখন কতটা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী একের পর এক যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, জনবলের ঘাটতি রয়েছে, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে। কী হতে যাচ্ছে, সেটা এখনই অনুমান করা কঠিন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছার কথা ইঙ্গিত দিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যে আমরা একটা ফোনালাপ দেখতে পারি। ট্রাম্প একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির ধারণা আলোচনার জন্য নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু রাশিয়ার দিক থেকে আরও বেশি কিছু দাবি করা হবে।

স্টিফেন ব্রায়েন এশিয়া টাইমসের বিশেষ প্রতিনিধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিবিষয়ক সাবেক ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেমিনার জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতনে

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মদিবস উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করলো জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আর কয়েকটা দিনের পরেই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, ছাত্র জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক, শিক্ষার্থীরা যাতে ভয় কাটিয়ে ভালোভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারে তাই শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবসে বৃহস্পতিবার কান্দী থানার অন্তর্গত জীবন্তি চেতনার শিক্ষা নিকেতনে বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং নেতাজির সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এই সেমিনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক ড. কুনাল সরকার, মসির আলী, মোহব্বত আলী মোল্লা ওরফে তরুণ স্যার, রাহিবুল সেখ, জামির সেখ, হায়দার সেখ, সিটন সেখ, সুমিত মন্ডল প্রমুখ।

সেমিনারের পাশাপাশি কুইজ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে তাদেরকে আজকে পুরস্কার তুলে দেওয়ায় হয়। এই অল্প কয়েকদিন কিভাবে ভালো করে পড়ে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ডঃ কুনাল সরকার বলেন, বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া অনেক সহজ কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চেয়ে মোবাইলে সোশ্যাল সাইডে সময় অপচয় করছে, যার ফলে সহজ বিষয় তাদের কাছে জটিল মনে হয়। তাই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে বই নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই।

প্রাক্তনী মেলবন্ধন সাদিখাঁর দেয়ার স্কুলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: একসময় জেলার শান্তিনিকেতন হিসেবে পরিচিত ছিল সাদিখার দিয়ার বিদ্যানিকেতন। আর সেই বিদ্যানিকেতনের ৭৬ তম বর্ষ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক কর্মসূচির মধ্যদিয়ে সাদিখাঁরদিয়াড় বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনীদের নিয়ে বার্ষিক মেলবন্ধন ও প্রাক্তনী সংসদ গঠনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের পরিচয় প্রদান ও স্মৃতিচারণ এর পাশাপাশি স্কুলের ইতিহাস তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সভাপত্বি করেন জিয়াগঞ্জ সিপাত সিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনী ড:সামসুজ্জামান । সামসুজ্জামান জানান, গত বছর ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয় সেই দিন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে প্রতিবছর প্রাক্তনী মেলবন্ধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হবে সেই মত এই বছর ৭৬ তম বর্ষে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় হয়। কারণ এই প্রাক্তনীদের একটি সংগঠনের রূপ দেওয়ার লক্ষ্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে তার মাধ্যমে শুধু প্রাক্তনী মেলবন্ধন নয়,এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যানিকেতনের ভূমিকা তুলে ধরা হবে। এদিনের প্রাক্তনী মেলবন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্ল্যানিং কমিশনের জয়েন ডিরেক্টর ডক্টর সুব্রত দেবনাথ। মিজানুর রহমান, প্রাক্তন শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, সচিনন্দ্রনাথ প্রামানিক, আব্দুল মান্নান এবং ব্রততী প্রামানিক। পরিচালন সমিতির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন, স্কুলকে আরও লক্ষ্যে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রাক্তনীদের নিয়ে এই উদ্যোগ।

রূপনারায়ণের তীরে সাহিত্য-বনভোজন

লিয়াকত হোসেন ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার দ্বীপ অঞ্চল ভাটোরায় রূপনারায়ন নদীর তীরে প্রত্যয় সাহিত্য পরিষদের পিকনিক আবহে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার। সভা শুরু হয় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। সংগীত পরিবেশন করেন আমিরুল হাসান। উপস্থিত কবি লেখকগন নিজ নিজ লেখা পাঠ করেন। ইসলামের বিকাশে কবি লেখকগণের ভূমিকা শীর্ষক নিজ লেখা প্রবন্ধ পাঠ করেন নাসীম আলি সাহেব। আব্দুর রাজ্জাক, নাসীর হোসেন হালদার, শাহকামাল,হাবিবুর রহমান , সোফিউর রহমান প্রমুখ কবিগন নিজ নিজ লেখা কবিতা পাঠ করেন। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন মৌলানা সাইদুল ইসলাম সাহেব। উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের হাওড়া জেলা নাজিম নূর আহম্মদ মোল্লা, প্রত্যয় সাহিত্য পরিষদের সহঃ সভাপতি আব্দুল হাই মন্ডল প্রমুখ।

পিছিয়ে পড়া সমাজের গরিব শিশুদের শিক্ষার আলো দেখিয়ে চলেছেন ঘুটিয়ারি শরীফের ‘বেগম রোকেয়া’

নাজমুস সাহাদাত ● ঘুটিয়ারি

ঘুটিয়ারি শরীফের অবস্থিত ‘রোজ হ্যাভেন্স স্কুল’

স্বামী নুরুল হক লস্করের সঙ্গে স্কুলের কর্ণধার মঞ্জু লস্কর।

আপনজন: কল্যাণকর জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। আমরা শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবন কল্পনা করতে পারি না। বিশেষ করে আজকের অত্যন্ত আধুনিক ও উন্নত যুগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আর্থিক দুরাবস্থার কারণে বিশেষত সংখ্যালঘুদের সমাজ পিছিয়ে রয়েছে। সেই পিছিয়ে পড়া সমাজকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করতে রাজ্য জুড়ে এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম মিশন গড়ার। এই নবজাগরণে মূলক পুরুষরা এগিয়ে এলেও মুসলিম মেয়েদের এগিয়ে আসার তেমন আধিক্য দেখা যায় না। যদিও তার মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। সেই ব্যতিক্রমের এ উজ্জ্বল ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরীফ। ঘুটিয়ারি শরফে গাজি বাবা মাজারকে কেন্দ্র সুপরিচয়, সেই পরিচয়ের আড়ালে শিক্ষা মানচিত্রে অনেকটাই পিছিয়ে ঘুটিয়ারি শরীফ। গরিব মানুষের সমাহারে এই এলাকার বহু শিশু শিশু পরিবারের অর্থাভাবে শিক্সার আলো থেকে পিছিয়ে পড়ছে। সেই সব পিছিয়ে পড়া সমাজের শিশুরা যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে তার জন্য এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন স্থানীয় এক গৃহবধূ মঞ্জু লস্কর। ঘুটিয়ারী শরীফে তার প্রতিষ্ঠিত রোজ হ্যাভেন্স স্কুল ও মিশন এখন গরিব শিশুদের শিক্ষালয় হয়ে উঠেছে যেখানে খুব কম খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই রোজ হ্যাভেন্স স্কুল এখন ঘুটিয়ারি শরীফে পিছিয়ে পড়া সমাজে শিক্ষা আলো জ্বালিয়ে চলেছে। এর পিছনে রয়েছে গৃহবধূ মঞ্জু লস্করের এক অদম্য ও সংগ্রামী ইতিহাস যা তাকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

মাধ্যমিকের গণ্ডি না পেরিয়েই ঘুটিয়ারি শরিফের গৃহবধূ হয়েছিলেন মঞ্জু লস্কর। মাধ্যমিক পাশ না করার সেই বেদনা তাকে কুরে কুরে খেতে দেখে মঞ্জুর পাশে এসে দাঁড়ান তার শ্বশুর হাজী ফকির লস্কর। ফকির বাড়িতে তখন কেউই প্রাথীমকের চৌকাঠ পেরতো পারেনি। সেই সন্ধিক্ষণে মঞ্জুকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন ফকির লস্কর। তারেইচ্ছাকে স্ভীকৃতি দিয়ে আর মঞ্জু লস্করে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্নকে সফল করতে শুরু হয় এক নয়া সংগ্রাম। মঞ্জু লস্কর এমন শিক্ষাপ্রেমী শ্বশুরকে পাশে পেয়ে তার সহযোগিতায় এক একে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতকের গণ্ডি পার করেন। তার পর ফকির লস্করে সম্মতি নিয়ে মঞ্জু লস্কর নিজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ায় ব্রত হয়ে ওঠে। সামান্য ব্যবসায়ী প্রায় নিরক্ষর স্বামী যতটুক পেরেছেন অর্থ দিয়ে মঞ্জুর স্কুল গড়ার স্বপ্নকে সফল করতে পাশে থেকেছেন। সেই লড়াই শুরুর মুহূর্তে মঞ্জুর শ্বশুর ফকির লস্কর প্রয়াত হন। তারই স্মরণে মঞ্জু লস্কর হাজী ফকির মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করে রোজ হ্যাভেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ঘুটিয়ারি শরীফে। সেই স্কুল এখন গুটিয়ারি শরীফের পিছিয়ে পড়া সমাজের শিশুদের শিক্ষার পথ দেখাচ্ছে। এলাকার কোনও শিশু যাতে শিক্ষা বঞ্চিত না এঁয় তার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে মায়েদেরে বোঝানোর কাজ নীরবে করে চলেছেন মঞ্জু। তাতে সাফল্য পেয়েছেন। যাতের একেবারেই কোনও সঙ্গতি নেই তারকেও স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দিয়ে এলাকারা মানুষের কাছে মঞ্জু লস্কর এখন ‘বেগম রোকেয়া’ হিসেবে পরিচিতি হয়ে উঠেছেন।

রোজ হ্যাভেন্স স্কুলের সম্পাদিকা মঞ্জু লস্কর বলেন, আমার দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন ছিল এই ঘুটিয়ারি শরীফের মত পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার এবং ভাবতে ভাবতে পরবর্তীতে নিজেই আমরা পথাচলা শুরু করেছিলাম। এবং তা আজকে ফলস্বরূপ অনেকটা এগিয়ে এসেছি আগামীতে আরও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার আলোতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি আরও জানান, তার স্কুলে এখানে কম্পিউটার ক্লাস, কারাটে ক্লাস এবং ডে বোর্ডিং ও গাড়ির যাতায়াতের সুবিধার মতো আধুনিক সুবিধা সহ পঠনপাঠন দেওয়া হয়। এটি ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ জন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করছে। তাদের কীভাবে আদর্শ মানুষ করা যায় সেই লক্ষ্যকেই বাস্তাবয়িত করতে এখন নিবেদিত প্রাণ মঞ্জু লস্কর।

শঙ্খধ্বনিতে নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালন পৈতৃক ভিটে কোদালিয়ায়

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মজয়ন্তী। র‍্যত্যেকবারের মতো এবারও নিয়ম মেনে দুপুর ১২.১৫ শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে পৈতৃক ভিটে কৌদালিয়ায় পালিত হল নেতাজির জন্মদিন। দুপুর ১২.১৫ মিনিটে জন্ম হয়েছিল নেতাজির। তাই এই সময়ে শঙ্খ বাজান এলাকার মহিলারা। সকালে নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় । সারাদিন ধরেই নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এই বাড়িতে । পাশাপাশি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে নেতাজি মিউজিয়ামও ।নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্রের সম্পাদক পল্লবকুমার দাস বলেন, “কোদালিয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটে। সকাল থেকেই এখানে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে । মিউজিয়ামও খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণের জন্য । নেতাজির ব্যবহার করা বিভিন্ন আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বই, খাতা, চেয়ার সমস্তটাই দেখতে পাবে আগত দর্শকেরা ।” সোনারপুরের পরবর্তী স্টেশন সুভাষগ্রাম । সেখান থেকে রিকশা, অটো করে দু’কিলোমিটার পথ গেলেই সুভাষচন্দ্রের জন্মভিটে কোদালিয়া । ইতিমধ্যে সকাল থেকে এই বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন বিভিন্ন প্রান্তের হাজারও মানুষ ।নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মীয় বলে দাবি করে বেলা বসু জানান, তিনি প্রত্যেক বছর এই দিনটিতে নেতাজির জন্মভিটেতে আসেন । এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, “নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমার আত্মীয় হয় । প্রতি বছর দুর্গাপুজোর পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশপ্রিয় পার্কে আমাদের বাড়িতে বিজয় দশমীর প্রণাম সারতে যেতেন । নেতাজির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সদস্যদের বহু ছবিও রয়েছে । রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোদালিয়ায় নেতাজির পৈতৃক ভিটেতে সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। কিন্তু আরও সংস্কার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে ।”

লালবাগ হাসপাতালে চালু হল মা ক্যান্টিন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ,দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে চালু করা হল মা ক্যান্টিন। মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, “নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীকে স্মরণে রেখে মা ক্যান্টিন উদ্বোধন করা হল লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে। সাধারণ মানুষ এবং রোগীর আত্মীয় যারা দূর-দূরান্ত থেকে হাসপাতালে আসেন, তাদের জন্য মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে স্বাস্থ্যকর ডিম-ভাত দেওয়া হবে এই মা ক্যান্টিন থেকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিষেবা করোনার সময় চালু করেছিলেন, সেই পরিষেবা মুর্শিদাবাদ শহরের অন্যান্য জায়গার চালু থাকলেও হাসপাতালে ছিল না। অবশেষে হাসপাতালে মা ক্যান্টিন চালু করা হল।” পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার বলেন, “আমাদের ভগবানগোলা থেকে বহু রোগী-রোগীর আত্মীয়রা লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিন আসেন। তাদের জন্য স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা করায় পুরসভার পুরপ্রধানকে ধন্যবাদ।

বিধায়কের উপস্থিতিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: এলাকার অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের হাতে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দিলেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী বিধানসভার সাগর পাড়া অঞ্চলের চক্রামপ্রসাদ এলাকার অসহায় মানুষের হাতে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আফজাল হোসেন, জেলা তৃণমূল মাইনরিটি সেলের সাধারণ সম্পাদক মামুন রেজা বিশ্বাস ওরফে রাজেশ, সহ অঞ্চল ও বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গণ।

এদিন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন আমরা শুধু শীত নয় সর্বদা মানুষের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি সেই মত প্রতিদিনই আমার বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় চলছে শীত বস্ত্র বিতরণ। একই ভাবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাধারণ মানুষের পাশে সর্বদা সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেই আমরাও সেই রূপ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।

সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হল শান্তিনিকেতনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আনন্দধারা জেলা কার্যালয় বীরভূমের নিবেদন সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হল। এই সৃষ্টিশ্রী মেলা উদ্বোধন হয় আজ চলবে ৬ দিন। সৃষ্টিশ্রী র সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শিল্পীর শৈলিক শৈলীতে শিল্পের প্রকাশে প্রদর্শনীয় প্রসারণে মিলনমেলার আয়োজন। এই মেলা বোলপুর লাল মাটি কর্ম তীর্থ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বীরভূম জেলা প্রশাসন ও বীরভূম জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা। এই মেলার প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন শ্রীমতি শিউলি সাহা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রী,বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, বোলপুরে সাংসদ অসিত মাল, বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ। এই মেলাতে গ্রামীণ শিল্পীরা তাদের হাতের কাজ নিয়ে এই মেলাতে পসরা সাজিয়ে বসেন বিক্রির উদ্দেশ্যে। কাঁথা স্টিচ থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাতের কাজের সামগ্রীর মেলে এই মেলায়।

জন্মদিনে বস্ত্র ও পায়েস বিতরণ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: নিজের জন্মদিন কবে,সেটা নিজেও জানে না!তবে সকলের কাছে পরিচিত বাগনানের কালো মল্লিক ওরফে (নেতাজী)সে দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৮ 'তম জন্মদিন-টা সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে কাটালেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট একটি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে ধারণা করা হয়। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ৬০ বছর বয়সী বাগনানের কাছারিপাড়ার পেশায় টোটো চালক মহিবর রহমান মল্লিকের কাজে আজও পর্যন্ত বাগনান মানুষের বেঁচে আছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কালো মল্লিক নেতাজী-র আদর্শে আদর্শিত হয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন-টা অন্যভাবে পালন করেন। তিনি জানান,”২৩শে জানুয়ারি রাত্রি ১২ টা বেজে ১২ মিনিটে বাগনান থানার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৮ 'তম জন্মদিন উপলক্ষে নেতাজী-র মূর্তিতে মাল্যদান করেন।

মিঠাপুর শ্রীদুর্গা স্কুলের প্লাটিনাম জয়ন্তী

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গলসি ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে । ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্কুলে মহা সমারোহে উদযাপিত হল প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কার্যক্রম।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলুর রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা বাজেপ্রতাপপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অজ্ঞেয়ানন্দ মহারাজ । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো , পূর্ব বর্ধমানের এসডিও নর্থ তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, গলসি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিলি মোল্লা, এসআই অফ স্কুল দেব ভট্ট, এ এস আই অরুন কুমার মন্ডল, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, বিশিষ্ট শিক্ষক আলী হোসেন মিদ্যা, সাংবাদিক গবেষক সফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

হারিয়ে যাওয়া ফোন ফেরাল পুলিশ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় হারিয়ে যাওয়া একাধিক মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল পুলিশ।এদিন হারিয়ে যাওয়া অভিযোগকারীদের হাতে তাদের মোবাইল ফোন তুলে দিলেন পুলিশ চাপড়া আই সি অনিন্দ্য মুখার্জী।আজকের দুনিয়ায় সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে মোবাইল ফোনের ভরসা নিতে হয় সবাইকেই।বর্তমান ৪জি ৫জি নেটওয়ার্ক এর গতির সাথে মানুষ পাল্লা দিয়ে বাড়িয়ে চলেছে জীবনের গতিও। মোবাইলে ভালো খারাপ দুই দিকই রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।তবে দিনের শেষে বর্তমানে প্রতিটা মানুষেরই মোবাইল না হলে চলে না।মানুষ সব থেকে মুশকিল এ পড়েন যখন তার মোবাইল হারিয়ে।যায় বা চুরি হয়ে যায়।ট্রেনে বাসে পথচলতি মানুষের অনেক সময়ই মোবাইল চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়।অনেকেই ব্রুকেফিল্ড ভাবে সেই হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন না।যার ফলে ভবিষ্যতে পড়তে হতে পারে বিপদে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জাল নোট সহ দুই যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও বড়সড় সাফল্য মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই লক্ষ টাকার জাল নোটসহ মালদা জেলার দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকদের নাম খালেক সেখ এবং শরীফ সেখ। উভয়ের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। তাদের কাছ থেকে চার'শো পিস জাল নোট সবগুলো ৫০০ টাকার নোটে মোট দুই লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা জালনোট গুলো কোথা থেকে নিয়ে এসে কোথায় পাচার করার চেষ্টা করছিল তা খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। জাল নোটসহ ধৃত দুই যুবককে বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় পুলিশ। ফারাক্কা র এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন ও সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবোপ্রসাদ ঘোষের তৎপরতায় এই সাফল্য মেলে।

নেতাজি স্মরণ বীরভূম জেলা কংগ্রেসের

আজিম শেখ ● গদাধরপুর

আপনজন: ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে সকাল সাড়ে নয়টার সময় মহান বিপ্লবী, আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস জির ১২৮ তম জন্মবার্ষিকীতে বীরভূম জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলী। নেতাজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা মহাশয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়া জুউপস্থিত ছিলেন, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য মহ: কবীর হোসেন, জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, ময়ূরেশ্বর -১নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির এসসি এসটি সেলের চেয়ারম্যান ধীরেন দলুই, কানাচি অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সাকাল সেখ, কংগ্রেস নেতা জাকার মিয়া, উত্তম কুমার দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ।

শীতবস্ত্র বিতরণ সংখ্যালঘু সেলের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিনে জয়নগর বিধানসভার সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে শীতবস্ত্র, জামা কাপড় ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াহিদ মোল্লা,বুথ সভাপতি মনোরুদ্দিন নাইয়া, আজিত গায়েন, আব্দুল হাই মোল্লা, সালাউদ্দিন মোল্লা, খোকন মোল্লা সহ আরো অনেকে।এ দিন শতাধিক মানুষের হাতে এই বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ফুটবলের প্রথম বিলিয়নিয়ার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের বছরে আয় ১০৪ কোটি ইউরো

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল মাঠে কত রেকর্ড রিয়াল মাদ্রিদের! ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্লাবটি এবার ফুটবল-বিপণনেও ইতিহাস গড়ল। প্রথম ক্লাব হিসেবে এক বছরে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ইউরো আয় করেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি।
আর্থিক কনসালটিং ফার্ম ডেলয়েট তাদের মানি লিগের জরিপে গতকাল জানিয়েছে এ খবর। রিয়াল তাদের স্টেডিয়াম সান্তিয়াগো বার্নাব্যু সংস্কার করায় ক্লাবটির আয় বেড়েছে বলে জানিয়েছে ডেলয়েট। ২০২৩-২৪ মৌসুমে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে রিয়াল। এ মৌসুমে ১০৪ কোটি ৫৫ লাখ ইউরো (প্রায় ১৩ হাজার ৩১৪ কোটি টাকা) আয় করে ডেলয়েট মানি লিগের শীর্ষে মাদ্রিদের ক্লাবটি। ৮৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরো আয় করে দুইয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি। শীর্ষ পাঁচে বাকি তিনটি ক্লাব যথাক্রমে পিএসজি (৮০ কোটি ৬ লাখ ইউরো), ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (৭৭ কোটি ১০ লাখ ইউরো) ও বায়ার্ন মিউনিখ (৭৬ কোটি ৫০ লাখ ইউরো)। মানি লিগে এবার শীর্ষ ক্লাবগুলোর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।
তবে একটি পার্থক্য এবার এতটাই বেড়েছে যা রীতিমতো রেকর্ড– রাজস্ব আয়ে শীর্ষ দুটি ক্লাবের মধ্যে ২০ কোটি ৮ লাখ ইউরোর ব্যবধান। ডেলয়েট মানি লিগের ইতিহাসে শীর্ষ দুটি ক্লাবের মধ্যে রাজস্ব আয়ে এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য।
শীর্ষ ১০টি ক্লাবের মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরই রাজত্ব। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ফুটবল লিগের ৬টি ক্লাব রয়েছে শীর্ষ দশে। সপ্তম থেকে দশম স্থান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর। আর্সেনাল (৭১ কোটি ৬৫ লাখ ইউরো), লিভারপুল (৭১ কোটি ৪৭ লাখ ইউরো), টটেনহাম (৬১ কোটি ৫ লাখ ইউরো) ও চেলসি (৫৪ কোটি ৫৫ লাখ ইউরো)।

সুরজের দাপটে রোহিত শর্মাদের মাত্র ১৫৭ রানেই গুটিয়ে দিল বাংলা

আপনজন ডেস্ক: রঞ্জি ট্রফি এ বার দুই পর্বে। প্রথম পর্বে গ্রুপ লিগের পাঁচটি করে ম্যাচ খেলেছে এলিট গ্রুপের দলগুলি। বাংলার শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি। আবহাওয়াও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলা। দ্বিতীয় পর্ব শুরুতে অর্থাৎ ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে এখনও অবধি অ্যাডভান্টেজ বাংলাই। গ্রুপ সি-র শীর্ষে থাকা হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলছে বাংলা। ম্যাচের প্রথম দিন বাংলার বোলারদের দাপট। অপেক্ষা এ বার ব্যাটারদের থেকে ভালো পারফরম্যান্সের। কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলছে বাংলা। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। জাতীয় দলে থাকায় এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না বাংলার সেরা পেসার মহম্মদ সামি। চোটের জন্য নেই আকাশদীপও। একাদশে নেই অভিমন্যু ঈশ্বরণও। সামি না থাকলেও তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ রয়েছেন। মুকেশ কুমারের মতো অভিজ্ঞ পেসারও রয়েছেন বাংলা টিমে। যদিও প্রথম দিন উজ্জ্বল তরুণ পেসার সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল।
প্রথম ইনিংসে হরিয়ানাকে মাত্র ১৫৭ রানেই গুটিয়ে দিয়েছে বাংলা। তিন পেসার মিলেই প্রতিপক্ষর ১০ উইকেট নেয়। সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল একাই নিয়েছেন ৬ উইকেট! এ ছাড়াও মুকেশ কুমারের ঝুলিতে ২ উইকেট। ২টি উইকেট নিয়েছেন সামির ভাই মহম্মদ কাইফ। হরিয়ানার হয়ে উল্লেখযোগ্য রান ক্যাপ্টেন অঙ্কিত কুমার (৫৭), নিশান্ত সিন্ধু (২৪) এবং কিপার ব্যাটার রোহিত শর্মার (২২)। লোয়ার অর্ডারকে দাঁড়াতেই দেননি বাংলার পেসাররা। হরিয়ানার ১৫৭ রানের জবাবে বাংলার শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। চতুর্থ ওভারেই ওপেনার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে ফেরান সুমিত কুমার। বাংলার মিডল অর্ডার অবশ্য শক্তিশালী। তবে শুরুর দিকে রান না উঠলে কাজটা কঠিন হবে। হরিয়ানা টিমে অংশুল কম্বোজের মতো পেসার রয়েছেন। প্রথম দিনের শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ১০ রান তুলেছে বাংলা।

এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জমজমাট ভিড় খড়গ্রামে

রঙ্গীলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: যুব সমাজ কে মাঠ মুখি করে তুলতে অভিনব ভাবে এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল খরগ্রামে। মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের সাদল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শংকরপুর হাই মাদ্রাসায় বৃহস্পতিবার এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল । ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি এলাকার অসহায় দুস্থ মহিলাদের শাড়ি উপহার দেয়া হয়।
বৃহস্পতিবার এই এম পি কাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল পারুলিয়া বনাম ভাবতা ক্রিকেট টীম। টান টান উত্তেজনা খেলাতে পারুলিয়া টীম হয়লাভ করে।,
এতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, খড়গ্রামের বিধায়ক আসিফ মার্জিত, ওসি সুরজিৎ হালদার, কান্দির এস ডি পিও শাসরেক আমবেদগার, ব্লক সভাপতি হুমায়ুন কবিরসহ সদল অঞ্চলের কমিটিবৃন্দ।
এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে

ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং তাদের সুস্থ বিনোদনের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় এই টুর্নামেন্টে।

কাবিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ৪৫তম সাগরদিঘীর কাবিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। বুধবার সকালে কাবিলপুর যুব সংঘের মাঠে পতাকা উত্তলন, পায়রা-বেলুন উড়িয়ে শুরু হয় এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। খেলা শুরুর আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ এবং মশাল হাতে মাঠ পরিক্রমা করানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা মোট ৪৩ টি খেলায় অংশ নেয় যেমন- ১০০ মিটার

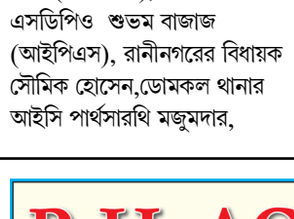

দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, বস্তা দৌড়, চামচ গুলি দৌড়, অঙ্ক দৌড়, হাই জাম্প, লংজাম্প, মোরগ লড়াই, মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি। এদিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন খুশি সাজো ইভেন্ট ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন আলহাজ জিল্লুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, নূর মহম্মদ, প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান, আব্দুর রহিম, নূরুল আমিন, ওবাইদুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, আসাদুল্লাহ, মৃত্যুঞ্জয় সরকার, আব্দুল মালেক প্রমুখ। খেলা শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন মুর্শিদ সারওয়ার জাহান ও আব্দুর রউফ।

স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে মহকুমা স্কুল পরিদর্শক

এহসানুল হক ● মাটিয়া

আপনজন: সকালে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা । দলগত ডিসপ্লে, মশাল প্রজ্জ্বলন, মার্চ পাস্টের পর বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টের মধ্যে ছিল, একশো মিটার দৌড়, আলু দৌড়, রিলে দৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজো সহ মোট 35 টি ইভেন্ট ছিল প্রায় ছিল ১০৫টি । এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের মালতীপুর হাই স্কুলে। এদিন এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট মহাকুমার স্কুল পরিদর্শক স্নিগ্ধা জানা, বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনাওয়াজ আলম, ছিলেন ঘোড়ারস কুলীন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রতিনিধি সান্বিল হোসেন, চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট আমিনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম। এদিন বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন,নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করতে তাদেরকে পরিপূর্নভাবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের তরুণরা খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার মতো বিজয় অর্জন করবে।সাংস্কৃতিক পর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাচ, গান, ফ্যাশন শোসহ বর্নাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় উপহার, ক্রেস্ট, মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

পাকিস্তানকে ২০২৬ বিশ্বকাপে ভারতের ‘প্রতিশোধ’ নিতে বললেন বাসিত আলী

আপনজন ডেস্ক: সমস্যার শুরু ভারতীয় দল পাকিস্তানে না পাঠানো নিয়ে। এরপর জার্সিতে আয়োজক দেশের নাম রাখ না নিয়ে ছড়িয়েছে বিতর্ক। সর্বশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রোহিত শর্মাকেও পাকিস্তানে যেতে দেবে না বলেছে ভারত। ভারতের একের পর এক দাদাগিরির পরও পাকিস্তানকে চুপ থাকতে বললেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী। চুপ থাকা মানে ঠিক ‘চুপ’ থাকা নয়, তিনি চাইছেন পাকিস্তান এখন চুপ থেকে যেন এর প্রতিশোধ নেয় ২০২৬ সালে। ভারতের পাকিস্তানে না যাওয়ার সমাধান এরই মধ্যে হয়ে গেছে। ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচগুলো খেলবে দুবাইয়ে। তবে বাকি দুটো সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টগুলোতে সাধারণত সব দলের জার্সিতে টুর্নামেন্টের লোগোর নিচে স্বাগতিক দেশের নাম ও সাল লেখা থাকে। সেটা টুর্নামেন্ট আয়োজক দেশ থেকে সরে গেলেও। ভারত ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একই সুবিধা পেয়েছে। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত থেকে আরব আমিরাতে সরে গেলেও সব দল ‘ইন্ডিয়া ২০২১’ লেখা জার্সি পরেই খেলেছে। তবে এখন ভারত রাজি হচ্ছে না। আইসিসি টুর্নামেন্টের আগে আয়োজক দেশে অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলন ও ট্রফি নিয়ে ফটোসেশন পরিচিত একটা ঘটনা। তবে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে পাকিস্তানে যেতে দিচ্ছে না ভারত। টাইমস অব ইন্ডিয়া ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী মনে করছেন, এসবের কারণে পাকিস্তানের কিছুই হবে না। ক্ষতি যা হওয়ার, হবে ক্রিকেটের। ইউটিউবে তিনি বলেছেন এভাবে, ‘ভারত পাকিস্তানের নাম জার্সিতে লিখতে চায় না। রোহিত শর্মাও পাকিস্তানে যাবে না। কিন্তু তাতে হতাশ হচ্ছেন কেন? চুপ থাকাই সেরা উত্তর। তারা যদি নাম ছাপাতে না চায়, ছাপানো উচিত হবে না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যদি রোহিত শর্মা আসতে না চায়, তার আসা উচিত নয়। সহজ বিষয়। পিসিবি শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে বিসিসিআইকে একটা ই-মেইল করতে পারে রেকর্ড রাখার জন্য। এর বেশি কিছু করা উচিত হবে না।’ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে পাকিস্তান ভারতে যাবে না এই শর্তেই নাকি এবার হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়েছে পাকিস্তান। বাসিতও এই বিশ্বকাপেই জবাব দিতে বলেছেন, ‘এসব পাকিস্তানের ক্রিকেটের কোনো ক্ষতি করবে না। এটা জয় শাহ ও বিশ্ব ক্রিকেটেরই ক্ষতি হবে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ভারতে। তো পাকিস্তানও ভারতের নাম জার্সিতে না ছাপাতে পারে। এমনকি অধিনায়কেরও যাওয়া উচিত নয়। একই কাজই করা উচিত।’

ডোমকলে মিনি ম্যারাথন দৌড় পুলিশের উদ্যোগে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ডোমকল সাব ডিভিশন পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ কিলোমিটার মিনি ম্যারাথন দৌড়। ডোমকল পুরাতন বিডিও মোড় থেকে ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা হয় সকালে প্রায় ৩০০ জন পুরুষ ও মহিলা দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন এলাকার প্রতিযোগীরা ছিলেন। দৌড় ভাতশালা মোড় পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে শেষ হয় ডোমকল পুরাতন

বিডিও মোড়ে।এদিনের মিনি ম্যারাথন দৌড়ে উপস্থিত ছিলেন ডোমকল মহকুমা শাসক শুভঙ্কর বালা (আইএএস),ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ (আইপিএস), রানীনগরের বিধায়ক সৌমিক হোসেন,ডোমকল থানার আইসি পার্থসারথি মজুমদার, ডিএসপি ট্রাফিক দিব্যেন্দু দাস ও বহরমপুর সদর ডি এসপি তন্ময় কুমার বিশ্বাস সহ ইসলামপুর, রানীনগর,সাগর পাড়া, জলঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গণ। এদিনের ম্যারাথন দৌড় শেষে, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও, মহিলাদের মধ্যে প্রথম পাঁচজন এবং পুরুষদের মধ্যে প্রথম ১৫ জন প্রতিযোগীকেও সম্মানিত করা হয়। ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসন সুস্থ শরীর এবং শৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা দেন।

বারাসাতে অনুষ্ঠিত হল পুষ্প প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় তিন দিনব্যাপী বারাসাত পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা শেষ হল বৃহস্পতিবার। ২১ জানুয়ারি বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন তথা বারাসাত স্টেডিয়ামে এই পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়।কিভাবে উন্নত মানের চাষ করলে একজন কৃষক লাভবান হবেন সে বিষয়ে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। ফুল এবং ফল চাষের বিষয়েও কৃষকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যারা চারা গাছ তৈরির সঙ্গে যুক্ত, সেল্ফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যারা যুক্ত তারাও এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল,অতিরিক্ত জেলাশাসক (টি) কাজলবাবু,ডি এস ও বাগবাবু, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী, ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,নারী শিশু উন্নয়ন, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বিবি সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধরনের মরসুমি ফুলের সমাহার নজর কাড়ে সবার।

আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক সুস্মিত নস্করের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বজবজ

আপনজন: বিশ্বের দরবারে আবার জায়গা করে নিলো দক্ষিন ২৪ পরগনা। খেলাধূলায় বরাবরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই জেলা।এবার বজবজের দশম শ্রেণীর এক ছাত্র আন্তর্জাতিক যোগাপ্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক পেল। বজবজ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নস্কর পাড়ার বাসিন্দা, যোধপুর পার্ক বয়েস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সুস্মিত নস্করের আন্তর্জাতিক স্তরে এই নিয়ে স্বর্ণপদকের সংখ্যা দুই। যার একটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে বিশাখাপত্তনমে। সেখানে যোগা বিশ্বকাপে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সি ইভেন্টের একটিতেই অংশগ্রহণ করে পায় স্বর্ণপদক এবং অপরটি পায় সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া ‘এশিয়া যোগা ফেডারেশনের উদ্যোগে’ দশম তম এশিয়া কাপে। মোট ১২টি দেশের ৫০ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে সুস্মিত যোগা ট্র্যাডিশনালে পায় স্বর্ণপদক। এ ছাড়াও আর্টিস্টিক সোলোতে একটি রুপোর পদক এবং যৌথভাবে আরও একটি রুপোর এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক পায়। জাতীয় স্তরের পুরস্কারের সংখ্যাটাও প্রায় অনেক। ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট এবং জাতীয় স্তরে কৃতকার্য হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সে তার সুনাম অক্ষত রেখেছে। সাত বছর বয়স থেকেই যোগার প্রতি টান তৈরি হয় সুস্মিতের। বাবা স্বপন নস্কর প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রায় বারবারই আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সুস্মিতের পরিবারকে। তাই তাঁর পরিবারের আবেদন সুহৃদয় কোন ব্যক্তি বা সংস্থা তাদের যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাঁর মা বলেন, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। যোগা এবং পড়াশোনা ছাড়াও সুস্মিতের আঁকতে ভাল লাগে। তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে তা আর হয়ে ওঠে না। সুস্মিত নস্কর আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করায় গর্বিত তাঁর পরিবার, গর্বিত সমগ্র বজবজের আপামর জনগণ। গর্বিত দ:২৪ পরগনার মানুষ।

জাতীয় স্তরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল বীরভূমের জঙ্গল কন্যারা

পারমিতা দত্তরায় ● বীরভূম

আপনজন: ইলামবাজার থানার অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত মুর্গাবনি গ্রাম। শাল, পিয়ালের জঙ্গলের মাঝে গড়ে ওঠা আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের মানুষগুলো যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তাদের চোখে এখন বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন। শহর থেকে শান্তিনিকেতনে ঘুরতে আসা পর্যটকরা এতদিন এই জঙ্গল কন্যাদের শুধুই একরাশ কৌতুহল বশে গাড়িতে চেপে, ধুলো উড়িয়ে দেখতে ছুটত। কেউ রিলস বানিয়ে বা কেউ ইউটিউবে তাদের সাথে তোলা ভিডিও আপলোড করে ফিরে আসতেন। এভাবেই মাস পেরিয়ে বছর কেটে গেলেও গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। তবে চৌপাহাড়ি ইতুন আসড়া নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে গ্রামের ছেলে মেয়েদের জন্য শুরু হয় ক্যারাটে প্রশিক্ষণ। তিন বছরের মধ্যেই এই গ্রামের লক্ষীমনি হাঁসদা, পিঙ্কি হাঁসদারা রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে গোল্ড এবং সিলভার পদক জয় করে ফিরে এল। জানা গেছে, গত ১৯ জানুয়ারি, কালনায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল মুর্গাবনি গ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার নয়জন ক্যারাটেকা। যাদের মধ্যে পিঙ্কি হাঁসদা, লক্ষীমনি হাঁসদা, সঙ্গীতা হেমব্রম, কিষান বাস্কি ও সূর্য মার্ডি কুমিতে (ফাইট) বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে নেয়। অন্যদিকে, সোমা হেমব্রম, মনিকা হাঁসদা ও স্বস্তিকা মার্ডি রৌপ্যপদক জয় করে ফিরে এসেছে। এছাড়াও কাতা বিভাগেও তারা পদক ছিনিয়ে নিয়েছে। এই জঙ্গল কন্যাদের প্রশিক্ষক কৌশভ সান্যাল জানান, কালনায় আয়োজিত এই প্রতিযোগীতায় বোলপুর ও ইলামবাজার থেকে মোট ২২ জন ক্যারাটেকা এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছিল। যাদের মধ্যে অধিকাংশই আগামীদিনে জাতীয় স্তরের খেলায় যোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, ইলামাবাজারের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার নয়জন ক্যারাটেকার কারোরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। অনেকের ঠিকমতো খাবারটাও জোটে না।চৌপাহাড়ি ইতুন আসড়ার তরফ থেকে এদের ছয়জনকে এই প্রতিযোগীতার খরচ তুলে দেওয়া হয়েছিল। বাকী তিনজন ও বোলপুরের আরো চারজনের খেলার খরচ মার্শাল আর্টস এণ্ড স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর তরফে দেওয়া হয়েছিল। কৌশভ বাবু বলেন, বোলপুরের কিছু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা এগিয়ে এসেছিল বলেই এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের আজ ক্যারাটের প্রতি আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। রূপা চৌধুরী সহ বোলপুর এলাকার কয়েকজন মানুষ যাঁরা নিঃশব্দে দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কাজ করে চলেছেন তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এদের জন্যই আজ ক্যারাটের জগতে সফলতা অর্জন করা ছেলে মেয়েদের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড খুশী হয়েছে। আগামীদিনে, এরা ছাড়াও আট বছরের ছোট্ট ক্যারাটেকা রাইমা পাল সহ ইন্দ্রনীল দেবনাথ, দেবদীপ্ত রায় সহ অনেকেই জাতীয় স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**